রমুয-ই-বেখুদী

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

আ. ফ. ম আবদুল হক ফরিদী অনূদিত

রুমূয-ই-বেখূদী

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হক
অনূদিত

আল্লামা ইকবাল সংসদ

রুমূয-ই-বেখূদী
আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল
আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হক অনূদিত

প্রকাশক
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমণ্ডি
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ ইফাবা ১৯৫৫
প্রথম মুদ্রণ ঃ ইফাবা, জুলাই, ১৯৮৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ, জুলাই ২০০৩
আল্লামা ইকবাল সংসদ প্রকাশনা নং ৭০

প্রচ্ছদ ঃ সবুজ
মগবাজার, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
মো ঃ শওকত আলী
মগবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ ১০০.০০

ISBN 984-8488-010-8

RUMUZ-I-BEKHUDI (Mysteries of Self-lessness) written by Allama Mohammad Iqbal, translated by Abul Farah Muhammad Abdul Haq into Bengali and published by Dr. Abdul wahid Secretary Genaral, Allama Iqbal Sangsad Bangladesh. July 2003
Price : Tk. 100.00
U. S. $ 5.00

আমাদের কথা

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল একজন বিখ্যাত দার্শনিকই ছিলেন না, কবি হিসাবেও বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর স্থান ছিল প্রথম সারিতে। ইকবালের কবিতায় যেমন ইসলামের জাগরণী বাণী রূপলাভ করেছে, তেমনি খূদী দর্শনের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়ও ইকবালের জুড়ি নেই। ইকবালের খূদী-দর্শনে ব্যক্তিত্বের মহত্তম বিকাশ কামনা করা হয়েছে; আর তা হয়েছে বলেই মহৎ ব্যক্তির পাশাপাশি এক মহৎ সমাজ-পরিবেশও সেখানে কল্পনা করা হয়েছে। তাই ইকবালের খূদী-দর্শনে যেমন ব্যক্তিত্বের মহত্তের বিকাশ কামনা করা হয়েছে, তেমনি মহৎ সমাজ সৃষ্টির প্রয়োজনে খোদপরস্তির অবলুপ্তিও কামনা করা হয়েছে। আল্লামা ইকবালের সৃষ্টি সম্ভারের দু'খানি অমর গ্রন্থ *আসরারে খূদী* (ব্যক্তির রহস্য) এবং *'রুমূয-ই-বেখূদী'* (আত্মবিলুপ্তির রহস্য) এ কারণেই ইকবালের খূদী দর্শনের দু'টি অবিচ্ছেদ্য দিকের প্রতিনিধিত্ব করে।

কবির *'আসরারে খূদী'* গ্রন্থ সৈয়দ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত হয়ে এককালে যেসব বাংলাভাষী সুধী সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাঁর *'রুমূয-ই-বেখূদী'* বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থও তেমনি সুধী মহলে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বহুদিন পর গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লামা ইকবাল সংসদ-এর অনন্য ক'টি প্রকাশনা

১. শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া : আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আবদুল মান্নান ও এ. জে. আরবেরী অনূদিত
২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন : আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল অনুবাদ কমিটি অনূদিত
৩. যর্বে কলীম : আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত
৪. আসরারে খুদী : সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত
৫. রমূয-ই-বেখুদী : আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী অনূদিত
৬. হেজাজের সওগাত : গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত
৭. ইকবাল দেশে-বিদেশে : মীজানুর রহমান সম্পাদিত
৮. ইকবাল মানস : সম্পাদনা কমিটি সম্পাদিত
৯. বিশ্ব সভ্যতায় আল্লামা ইকবালের অবদান : দেওয়ান মোহাম্মদ আজবফ
১০. ইকবাল মননে অন্বেষণে : ফাহমিদ-উর-রহমান
১১. মহাকবি ইকবাল : ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন
১২. ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৩-১৭. আল্লামা ইকবাল ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খন্ড : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৮. শাহীন : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৯. থ্রি ফোল্ডার : গ্রন্থনা : আবদুল ওয়াহিদ
২০-৭১. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা ১-৫২ ইস্যু : সম্পাদক : আবদুল ওয়াহিদ
৭২. ইকবালের কবিতা (অডিও ক্যাসেট) ❑ আবৃত্তি : শাহাবুদ্দীন আহমদ, এনামুল হক, কাজী ডেইজী, সাইফুল্লা মানসুর ও বায়েজীদ মাহমুদ

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

কবিতার সঙ্গে হৃদয়াবেগ এবং কল্পনার সম্পর্ক নিগূঢ়। এ সম্পর্ক প্রকাশিত হয় ভাষার পুনর্গঠনের মধ্যে। জীবন এবং জগত আমাদের হৃদয়ে যে আকস্মিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে, সে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনাকে আমরা শব্দের মধ্যে প্রকাশ করি। অর্থাৎ কবি তাঁর কবিতায় শব্দের আয়ত্তাগত পৃথিবীকে প্রকাশ করেন। এ-কারণেই মহৎ কবিতার অনুবাদ হয় না। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব সম্ভাবনা আছে এবং প্রত্যেক ভাষার শব্দের মূল্য অংশত নির্ভর করে প্রচলিত শব্দের লোক-গ্রাহ্য অর্থের উপর এবং দ্বিতীয়ত কবির অনুজ্ঞায় সৃষ্ট শব্দগত নতুন বোধের উপর। কবি অত্যন্ত সাধারণ শব্দকে পরমাশ্চর্য বোধের উৎস করে থাকেন। কবিতায় প্রতিটি চরণ অথবা পূর্ণ-অর্থজ্ঞাপক কোন বাক্য বা বাক্যাংশ, শব্দের যৌক্তিক বিন্যাস এবং গতিকে অবলম্বন করেই স্পষ্ট হয়। তাই কোনো ভাষায় কাব্য-কৌশল এবং আঙ্গিক সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত না হ'লে সে ভাষার কোন কাব্যকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয় না।

ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতটা স্বচ্ছ, আবেগময় এবং নিবিড় অন্য ভাষার কাব্যের সঙ্গে কিন্তু ততটা নয়। আধুনিক বাংলা কাব্য মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সঙ্গে বিশেষ স্পষ্ট কোন ক্রমধারায় জড়িত নয়। কেননা, মধ্যযুগের অলঙ্কার-শাস্ত্রের রীতি-পদ্ধতি অস্বীকার করেই নতুন পৃথিবীর জীবনকে আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। মধ্যযুগে জীবনের পরিচয় পেয়েছি আভরণের সুচারু বিন্যাসে, দেহের প্রতিটি অঙ্গের দৃশ্যগোচর লাবণ্য ব্যাখ্যায়। কিন্তু আধুনিক কাব্যে জীবনকে আমরা অন্তরঙ্গতায় আবিষ্কার করেছি, ইংরেজীতে যা'কে বলে pleasure and half wonder সেই আনন্দ এবং 'আশ্চর্যতা'য় জীবন যেন নতুন ক'রে জাগ্রত হয়েছে। ইংরেজী কাব্যের মাধ্যমেই আমরা নতুন জীবনের উত্তেজনার পরিচয় পেয়েছি। এ উত্তেজনা এবং আন্তরিক আবেগের ফলশ্রুতি মাইকেল মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ।

ফারসী ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও নগণ্য নয়, কিন্তু তার কাব্যের উপমা, রূপক এবং শব্দশ্রী আমাদের বাংলা কাব্যে সার্থকভাবে গৃহীত হয়নি। তাই খাঁটি ফারসী উপমা-রূপক কোনো প্রকার পরিবর্তন না ক'রে বাংলায় রূপান্তরিত করলে অর্থ গ্রহণে অনেকটা অসুবিধা হয়। হয় তো বা হিন্দু কবি অনিবার্যভাবে ভক্তিধর্মী পৌরাণিক জীবন থেকে উপমা-রূপক গ্রহণ ক'রে এতদিন পর্যন্ত

হাফিজ-রূমী–খৈয়ামের অনুবাদ করে এসেছেন ব'লেই অনূদিত গ্রন্থের শব্দরূপ এবং বাণীমূর্তিই আমাদের কাছে সত্য হয়েছে, ফারসী কাব্যের শব্দ ব্যঞ্জনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেনি।

আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ আবদুল হক ইকবালের 'রুমূয-ই-বেখুদী'র অনুবাদ করেছেন মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। মূলের উপমা-রূপক, শব্দের ব্যঞ্জনা, এমনকি স্বরমাত্রিক ছন্দের দোলা পর্যন্ত পূর্ণভাবে অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন। মূলের দুরূহ তত্ত্বের বিকার ঘটেনি, কিন্তু কাব্যিক মাধুর্যও অব্যাহত রয়েছে। যেমন–

অগ্নিশিখার ঊর্মি সম ধাইছ কোথা ত্বরিত গতি
আনন্দেরই সন্ধানে হায় চলছ তুমি কোথায় নিতি?

অথবা -

দীপ্ত মুকুর গঠন করি বাণীর ইন্দ্রজালের দ্বারা,
সিকান্দারের বিশ্ব-মুকুর চাই না আমি, মূল্যহারা।

অথবা -

দীর্ণ করি বক্ষ মম গোলাপ্ সম তোমার তরে;
চোখের কাছে ধরব ব'লে হৃদয় মুকুর তোমার তরে;
তোমার নিজের রূপের 'পরে দৃষ্টি তোমার পড়ুবে যবে
কুন্তলেরই জিঞ্জিরেতে নিজেই তুমি বন্দী হবে।

বাংলা ভাষায় ইকবালের রুমূয-ই-বেখুদী'র তর্জমা এ-ই প্রথম। অধ্যাপক মুহম্মদ আদমউদ্দিন গদ্যে এর ভাবানুবাদ করেছিলেন এবং মাসিক মোহাম্মদীতে তার অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং আবদুল হক সাহেবের অনুবাদকেই আমরা প্রথম প্রামাণ্য অনুবাদ বলে গ্রহণ করব। পশতু এবং সিন্ধী ভাষায় এর অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদক প্রমাণ করেছেন যে, ইকবালের কাব্য আমাদের জন্য সংবেদনশীল এবং আনন্দদীপ্ত। কবির গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিপুলতা হয়তো বা আয়ত্তাতীত; কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে আমরা অনুভব করছি যে, ইকবাল আমাদের বোধের পরিসরে এসেছেন। অনুবাদকের চরম সার্থকতা এখানেই।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয় — **সৈয়দ আলী আহসান**
১৪-২-৫৫

ইকবালের জীবন-কথা

পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর ইকবালের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। সিয়ালকোটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে ইকবাল ১৮৯৫ সনে লাহোরে গমন করেন।

শৈশব হতেই ইকবাল কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর শিক্ষক শামসুল উলামা মীর হাসান তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সর্বপ্রকারে তাঁকে উৎসাহিত করতে থাকেন।

সিয়ালকোট পরিত্যাগ করার সময় ইকবাল যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা মাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ইতোমধ্যেই গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। লাহোরে তিনি বিভিন্ন কবি-সম্মেলনে যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ করতে থাকেন। ক্রমে তাঁর কবি-খ্যাতি প্রসার লাভ করতে থাকে। লাহোরের আন্‌জুমানে হিমায়েত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় ১৮৯৯ এবং ১৯০০ সনে পঠিত তাঁর 'নালায়ে য়াতীম' (অনাথের বিলাপ) এবং 'ঈদের চাঁদের প্রতি ইয়াতীমের সম্বোধন' কবিতাদ্বয় (তাঁর প্রকাশিত কাব্য-সংগ্রহে এগুলির স্থান দেওয়া হয়নি) বহু লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

মৌলিক রচনার সাথে সাথে অনেক বিদেশী কবিতার সরল কাব্যানুবাদও ইকবাল করেছেন। এ শ্রেণীর কিছুসংখ্যক কবিতা তাঁর প্রকাশিত পুস্তকাবলীতেও দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, যদিও এদিকে তাঁর ঝোঁক বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

লাহোরে ইকবাল বিখ্যাত মনীষী টমাস আরনলডের সংস্পর্শে আসেন এবং পাশ্চাত্য কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভাবধারার সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ পান। বিশেষত আধুনিক সমালোচনা ও গবেষণা-পদ্ধতির পাঠ তিনি আরনলডের কাছে গ্রহণ করেন।

এ সময় ইকবালের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, যা উর্দূ ভাষায় ধনবিজ্ঞানের সর্বপ্রথম পুস্তকও বটে। তাঁর এ সময়কার কবিতা উচ্চদরের হলেও এতে পরবর্তী রচনায় পরিলক্ষিত দৃষ্টির প্রসারতা, উদারতা, গভীরতা এবং চিন্তার পরিপক্কতা দেখা যায় না।

আরনলডের পরামর্শ মতো ইকবাল উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সনে ইউরোপ যান। তিন বৎসর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তাঁর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রবাসের এই তিন বৎসর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে. কর্মের চেয়ে প্রস্তুতিতেই এর অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে। কেমব্রিজ, লণ্ডন ও বার্লিনের বিশাল পুস্তকাগারসমূহ ছিল সহজলভ্য। গভীর অধ্যয়ন ও ইউরোপীয় মনীষীদের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় ইকবাল তাঁর প্রবাসকালের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদই ইউরোপীয় সঙ্কটের মূল কারণ; তাঁর উদার মন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপরপক্ষে অবিরাম সংগ্রাম ও সক্রিয় গতিশীল জীবনকেই তিনি স্বকীয় আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য কবিতায় এর পরিচয় রয়েছে।

আবার এ-সময়েই তিনি উর্দূর পরিবর্তে ফারসী ভাষায় কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর ইউরোপীয় প্রবাসের কাল ছিল গভীর প্রস্তুতির সময়। তিনি কেমব্রিজ হতে ডিগ্রী এবং মিউনিখ হতে ডক্টরেট লাভ করেন। ছয় মাসকাল তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তখন লণ্ডনে অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ইকবাল ১৯০৮ সনে লাহোরে ফিরে আসেন। কিছুদিনের জন্য আংশিক সময় তিনি লাহোর সরকারী কলেজে দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্যয় করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। পরে অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে আইন ব্যবসায়ে পূর্ণ মনোযোগ দেন।

১৯১৫ সনে 'আসরার-ই-খূদী' প্রকাশনা ইকবালের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গতানুগতিক নিষ্ক্রিয় মরমীবাদের ভক্তদের মনে এ পুস্তক প্রবল ধাক্কা দেয়; কাজেই প্রথমদিকে তাঁকে প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। সুখের বিষয়, ইকবালের জীবনকালেই তাঁর এ কাব্য বিশ্বব্যাপী সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছিল। 'আসরার-ই-খূদী'র পরিপূরক 'রুমূয-ই বেখূদী' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। ফলে কবি ও দার্শনিকরূপে ইকবালের খ্যাতি বিশ্বের সুধী সমাজে স্থায়ীভাবে প্রসার লাভ করে।

অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ইকবালের কাব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) প্রথম হতে 'রুমূয-ই-বেখূদী' পর্যন্ত রচিত কাব্য এবং (২) তার পরে রচিত কাব্য।

বিলাতে যাবার পূর্বে ইকবাল উর্দূ ভাষায় যে-সব কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে যথেষ্ট কাব্য-সৌন্দর্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা তখনো স্থৈর্য ও পক্বতা লাভ করেনি। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে উর্দূতে 'শিকওয়া', 'জওয়াব-ই-শিকওয়া', 'শামা' আওর শা'ইর' ইত্যাদি কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর কাব্য রচনা করেন। কিন্তু মানব সমাজের জন্য যে অভিনব বাণী তিনি প্রদান করবেন, তার আভাস এতে নেই। সে বাণী প্রথম মূর্ত হয়ে ওঠে ফারসী ভাষায় লিখিত 'আসরার' ও 'রমূয' কাব্যদ্বয়ে, পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার প্রথম অবদান। পৃথিবীর সাহিত্যে এর সমকক্ষ কাব্য বিরল।

১৯২১ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর 'খিজর-ই-রাহ' এবং পরের বছর 'তুলূ'-ই-ইসলাম'। উভয় কবিতাই উর্দূ ভাষায় রচিত এবং 'বাঙ্গ-ই-দারা' নামক কবিতা সংকলনে স্থান পেয়েছে। এরপরে প্রকাশিত হয় ফারসী ভাষায় লিখিত 'পয়াম-ই-মাশ্‌রিক' বা প্রাচ্যের বাণী। এর কবিতাগুলি বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটের কয়েকটি কবিতার প্রত্যুত্তরে লিখিত। দু'বৎসর পর প্রকাশিত হয় 'যবুর-ই-আজম' (ফারসী) এবং তার পরে 'জাবীদনামা' (ফারসী)। কেহ কেহ 'জাবীদ নামা'-কে ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৩৪ সনে তাঁর ফারসী কবিতা 'মুসাফির' এবং ১৯৩৬ সনে অন্য একটি ফারসী কবিতা 'পাস্‌চে বায়াদ কর্‌দ' (কিংকর্তব্য) প্রকাশিত হয়। এ সময় আবার তিনি উর্দূ ভাষাতেও কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। উর্দূ কবিতা সংগ্রহ 'বাল-ই-জিবরাঈল' ১৯৩৫ সনে এবং 'যরব-ই-কলীম' ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত হয়। ফারসী ও উর্দূ ভাষায় তাঁর শেষ কবিতা সংকলন 'আরমুগান-ই-হিজায' (হিজাযের অভিনব উপহার) প্রকাশিত হয় ইকবালের ইনতিকালের পরে।

১৯২২ খৃস্টাব্দে ইকবালকে 'নাইট' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। তিনি মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও আলীগড়ে কয়েকটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। সেগুলি The Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৩১-৩২ সনে তিনি আবার ইউরোপ ভ্রমণে গেলে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসঁ-র সাথে প্যারিসে সাক্ষাত করেন। কথা প্রসংগে ইকবাল 'কালকে ভর্ৎসনা করো না' হাদীসের উল্লেখ করেন, শোনামাত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগ-চেয়ারে শায়িত দার্শনিক লাফিয়ে ওঠেন।

ফিরবার পথে ইকবাল স্পেন দেশ ভ্রমণ করেন এবং মুসলিম যুগের প্রাচীন সৌধসমূহ দর্শন করেন। একটি ইসলামী সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তিনি

জেরুজালেমেও গমন করেছিলেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের শিক্ষা সংস্কার বিশেষ করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য আফগান সরকার ইকবালকে কাবুলে দাওয়াত করে নিয়ে যান। তাঁর প্রদত্ত অধিকাংশ সুপারিশই আফগান সরকার কার্যে পরিণত করেছিলেন।

ইকবাল ১৯০৮ হতে ১৯৩৪ সন পর্যন্ত আইন ব্যবসায় করেন। পরে অসুস্থতার জন্য তাঁকে এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে হয়। তাঁর আইনের জ্ঞান ছিল গভীর। কিন্তু অত্যধিক ধনোপার্জন কখনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জীবন ধারণের জন্য যতটা অর্থের দরকার, তার যোগাড় হলেই তিনি আর মোকদ্দমা নিতেন না।

ইকবাল ১৯২৭ সনে পাঞ্জাব আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সনে তিনি সাইমন কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সে বছরের মুসলিম লীগের বার্ষিক সভার তিনি সভাপতিও নির্বাচিত হন। তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির আবশ্যকতা সম্বন্ধে আভাস ছিল। ১৯৩৭ সনের ২১শে জুন কায়েদ-ই-আযমকে লিখিত এক পত্রে তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লেখ করে ইকবাল লিখেন ঃ 'এ অবস্থায় এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে শান্তি রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে বংশগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংযোগের ভিত্তিতে দেশকে পুনর্বন্টন করা'।

বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় সমস্যার বাস্তব সমাধান-রূপে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা তিনিই প্রথম পেশ করেন।

১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে তিনি বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৩২ সনে তিনি মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করেন।

১৯৩৫ সনে রোডস (Rhodes) বক্তা হিসেবে তাঁকে অক্সফোর্ডে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার দরুন তাঁকে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হয়। ১৯৩৭ সনে তাঁর চোখে ছানি পড়ে। যদিও মাঝে মাঝে তিনি কিছুটা ভালো স্বাস্থ্য উপভোগ করেন, তবুও তাঁর শেষ দিনগুলি দৈহিক অসুস্থতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁর সৃজনী কর্মতৎপরতা এ সময় ছিল সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। আমৃত্যু তাঁর শেষ কবিতাটি বলে বলে লিখিয়ে নেন। যাঁরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন তাঁদের মত এই যে, শারীরিক শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনীষা অধিকতর শক্তিশালী ও প্রখর হতে থাকে।

১৯৩৮ সনের ২৫শে মার্চ তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। সুচিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও তিনি ২১শে এপ্রিল প্রত্যুষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আধঘন্টা আগে তিনি নিম্নোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করেন ঃ

سرود رفته ما آید که ناید   نمیمے از حجاز آید که ناید
سرأمد روزگار این فقیرے   دگر داناے رازآید که ناید

বিগত দিনের সুর-মূর্ছনা ফিরিবে অথবা ফিরিবে না
হিজাযের মধু মলয় সমীর বহিবে অথবা বহিবে না
দীন ফকিরের জীবনের দিন ফুরিয়ে গেলে আজিকে হায়,
অপর মনীষী সুধীজন পুনঃ আসিবে অথবা আসিবে না।

অন্তিম সময়ে 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে তিনি ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ওষ্ঠে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা খেলছিল এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল তাঁরই একটি শ্লোক ঃ

'বীর মুমিনের নিশান তোমায় বলছি এবার,
মৃত্যু এলে হাস্য খেলে ওষ্ঠে তাহার।

লাহোরের ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি রচিত হয়।

ইকবাল-দর্শন ও 'রুমূয-ই-বেখূদী'

আল্লামা ইকবাল একাধারে মহাকবি ও চিন্তাশীল দার্শনিক। দর্শনের যুক্তিতর্ক ও জটিল চিন্তাধারা তিনি কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'আসরার-ই-খূদী'র ইংরেজী অনুবাদক অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন ঃ 'সত্তার ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু দার্শনিকগণ যেখানে মস্তিষ্কের প্রতি আবেদন করেছেন' উক্ত মতবাদের শিক্ষাদাতা পারস্য কবিদের অনুসরণে ইকবাল সেখানে অপেক্ষাকৃত মারাত্মক পন্থা অবলম্বন করে হৃদয়কে আক্রমণ করেছেন। তিনি সাধারণ কবি নন। তাঁর যুক্তি বিফল হলেও তাঁর কাব্য প্রলুব্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে অপূর্ব শক্তিমান। তাঁর বাণী কেবল বাংলা-পাক-ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য। কাজেই তিনি উর্দূর পরিবর্তে ফারসী ভাষায় লেখেন। সুনির্বাচন বটে। কারণ শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই ফারসী সাহিত্যের সহিত

পরিচিত। তাছাড়া দার্শনিক ভাবধারা মার্জিত ও প্রাঞ্জল ইবারতে প্রকাশ করার পক্ষে ফারসী ভাষা একান্ত উপযোগী।

ইকবাল মানবাত্মার অনন্ত ক্রমবিকাশে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, গতি ও সংগ্রামই জীবন। তার দর্শন-সাধনা, সংঘাত, বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার দর্শন। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী সূফী-কবিদের সাথে তাঁর গভীর বিরোধ। তিনি বলেন ঃ

দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীর-তীব্র বেগে,

কয়ে গেল, 'আমি আছি, যতক্ষণ আমি গতিমান,

যখনি হারাই গতি, আমি আর নাই।'

অন্যত্র বলেন ঃ

কর সত্তাকে এত উন্নত যেন প্রতিবিধানের আগে

বিধাতা স্বয়ং বান্দার কাছে অভিপ্রায় তার মাগে।

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের মতে, ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। জীবমাত্রই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। আল্লাহ স্বয়ং অনুপম ও অনন্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।" এ সাধনায় যিনি যতটা সাফল্য অর্জনে সক্ষম, তিনি ততটা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অধিকারী।

আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন ও তওহীদের উপর ভিত্তি করে ইসলামের শিক্ষানুসারে মানব সক্রিয় সাধনা দ্বারা আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে অনন্য সত্তারূপে, অনন্ত সম্ভাবনার পথে। সাধনায় তাকে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে ঃ (১) শরীয়তের অনুসরণ, (২) আত্মসংযম যা আত্মচেতনার শ্রেষ্ঠতম রূপ (প্রকাশ) এবং (৩) আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। সহজ কথায়, এটাই 'আসরার-ই-খূদী'র প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সত্তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ। মুসলিম সমাজ বা ইসলামী জীবন-ধারাই সত্তার অনন্ত বিকাশ ও বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ। সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত স্বার্থের খাতিরেই সত্তার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন সত্তার সমষ্টিগত প্রভাবেই গঠিত হয় সমাজ-জীবন। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্তা-সমষ্টি। সত্তা সমাজের ঐতিহ্য হতে লাভ করে প্রেরণা, শিক্ষা করে আত্মত্যাগ-সম্প্রদায়ের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। এরূপ আদর্শ সমাজের পক্ষে কতিপয় গুণ

অপরিহার্য। যথা ঃ তওহীদ, নুবুওত, শরী'আত, নির্দিষ্ট কেন্দ্র (কা'বা), স্থির লক্ষ্য, জ্ঞান-সাধনা, ঐতিহ্য ও মাতৃত্বের রক্ষা।

ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল। সত্তার প্রকৃত বিকাশের জন্য সমাজের প্রয়োজন। সমাজের সার্থকতার জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তার প্রয়োজন। ইকবাল বলেছেন ঃ

সম্মান লভে ব্যক্তি একক সংঘ থেকে,
সংঘ সে পায় সুশৃঙ্খলা ব্যক্তি থেকে।
সংঘের মাঝে ব্যক্তি যখন লুপ্ত হয়,
বিন্দু তখন বিস্তার লভি' সিন্ধু হয়।

সত্তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ সমাজ প্রয়োজন এবং কিভাবে তা গঠিত হতে পারে– তা-ই প্রতিপন্ন করা হয়েছে **'রুমূয-ই-বেখুদী'** বা **'আত্মলোপের রহস্য'** নামক কাব্যে। **'আসরার'** ও **'রুমূয'** পরস্পরের পরিপূরক।

তওহীদের ভিত্তিতে বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল ইকবালের লক্ষ্য। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আগে প্রত্যেক দেশের মুসলমানের পক্ষে ইসলামের আদর্শানুসারে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন প্রয়োজন। বৃটিশ সরকারের অধীনে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের আওতায় বাস করে ইন্দো-পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কাজেই তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের, যেখানে মুসলমান তার স্বীয় ধর্মীয় আদর্শানুসারে জীবন গঠন ও জীবন যাপন করতে পারবে।

ইকবাল, শেরে বাংলা প্রমুখ মুসলিম মনীষী-নেতৃবর্গের স্বপ্নের ফল-শ্রুতিতেই উপমহাদেশে পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

আ. ফ. মু. আবদুল হক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এ অনুবাদের (প্রথম সংস্করণের) পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পাঠ করে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এর উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন; এবং একটি মূল্যবান মুখবন্ধ লিখেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

— অনুবাদক

রুমূয-ই-বেখূদী

বা

আত্মলোপের রহস্য

আত্মলোপের মধ্যে পাবে শীঘ্রতর আত্মকে;
সন্ধান করো! খুদাই শুধু শ্রেষ্ঠ জানেন সত্যকে।
- মওলানা রুমী

ইসলামী সম্প্রদায়ের খিদমতে নিবেদন

প্রেমের শ্বাসে নিশ্বাস নিলে অবিশ্বাসী হয় না কভু;
এ মত্ততা নয় কো মম, অন্য কারো হয় বা তবু।

– উরফী

তোমায় খুদা সৃষ্টি করেন পূর্ণতম শ্রেষ্ঠ জাতি,
তোমার মাঝে হরেক আদি সফল লভি' পূর্ণ-ভাতি।
আউলিয়া তোর আমবিয়া-প্রায় মহান-আত্মা পুণ্যমনা
হৃদয় বাঁধে প্রীতির ডোরে দিল-দরদী দিলীর জনা।
হাসীন কন্যা খৃস্টানদের মুগ্ধ রূপে নয়ন তব,
কা'বার পুণ্য পথ ছেড়ে তাই ভ্রান্ত-গতি চরণ তব।
গগন, তোমার গমন-পথের চরণ-ধূলি মুষ্টিমেয়,
'বদন তব বিনোদ ভূমি মুগ্ধকারী বিশ্ব-প্রেয়।'
অগ্নি-শিখার ঊর্মি-সম ধাইছ কোথা ত্বরিত গতি?
'আনন্দেরি সন্ধানে হায় চলছ তুমি কোথায় নিতি?
পতঙ্গেরই দহন দেখে মর্ম-দহন শিক্ষা করো
অগ্নি-শিখার কেন্দ্র মাঝে আবাস তব গঠন করো।
আপন প্রাণের গোপন কোণে প্রেমের ভিত্তি গঠন করো,
নবীর সাথে শপথ তব আবার তুমি নূতন করো।
হৃদয় মম ক্লান্ত হলো বিধর্মীদের সঙ্গে বসে-,
হঠাৎ তব ঘোমটাখানি বদন হতে পড়ল খসে-'।
সুর-সহচর পরকীয়ার রূপের স্তুতি গাইল জোরে,
অলক বেণী, গোলাপ কপোল, বাখানিল মধুর স্বরে।
সাকীর দোরে ললাট ঘষে-' ধর্ণা দিল সুরের সাথী;
অগ্নি-পূজক কন্যাগণের রূপ-কাহিনী গাইল গীতি।
তোমার ভ্রুরুর বক্র অসির তীক্ষ্ণ ঘাতে শহীদ আমি,
চরণ-রেণু তোমার পথের ভাগ্যে হলে হৃষ্ট আমি।
সুলভ স্তুতি চাটুকথার ঊর্ধ্বে আমি উচ্চ-শির,

হরেক রাজার দরবারেতে হয় না নত আমার শির।
দীপ্ত মুকুর গঠন করি বাণীর ইন্দ্রজালের দ্বারা,
সিকান্দরের বিশ্ব-মুকুর চাই না আমি মূল্য-হারা।
দুর্বহ ভার দয়ার বোঝায় নয় কো নত স্কন্ধ মোর।
গোলাপ বনে প্রান্ত টেনে কোরক রচে বস্ত্র মোর।
খঞ্জর সম বিশ্বে আমি করছি সদাই শ্রম কঠোর,
কঠিন পাষাণ-সংঘাতে পাই হীরক-ভীতি তৈক্ষ্ণ্যে মোর
সাগর বটি, কিন্তু নহে উত্তাল মোর ঊর্মিমালা;
আমার করে নাই তো কোন আবর্তময় পানির জ্বালা।
পরদা আমি রঙিন বটে, গন্ধবহ মলয় নই;
দখিন বাঁয়ের ঊর্মি দোলার নাচার আমি শিকার নই।
জীবন সত্তা অগ্নি মাঝে স্ফুলিংগ হই জ্বলন্ত,
খিলাত মোরে প্রদান করে ভস্ম কালো নিবন্ত।
পরান আমার বেদন জানায় করুণ সুরে তোমার দ্বারে,
অনুরাগের অর্ঘ্য লয়ে অশ্রুজলের মুক্তা হারে।
নীল সাগর ওই আকাশ হতে বিন্দু বিন্দু পানির রেখা,
তপ্ত মম হিয়ার' পরে মুহুর্মুহু আঁকছে লেখা।
কেন্দ্রীভূত করছি তাকে নদীর মতো প্রখর স্রোতে,
সেচন করার মানস লয়ে তোমার পুষ্প-উদ্যানেতে।
আমার প্রিয়ের প্রিয় বলে' আদর করে' তোমায় বরি,'
প্রাণের গভীর অন্তঃপুরে কলজে সম বক্ষে ধরি।
প্রেমের বেদন বক্ষ ছেদন করল যখন কান্না ভরে'
গড়ল মুকুর অনল তাহার হৃদয় আমার দ্রবন করে'।
দীর্ণ করি বক্ষ মম গোলাপ সম তোমার তরে।
চোখের কাছে ধরব বলে হৃদয়-মুকুর তোমার তরে।
তোমার নিজের রূপের পরে দৃষ্টি তোমার পড়বে যবে
কুন্তলেরি জিঞ্জিরেতে নিজেই তুমি বন্দী হবে।
প্রাচীন দিনের কিস্সাগুলি আবার আমি বলছি হেন,
নূতন ক'রে রক্ত ক্ষরে তোমার বুকের যখম যেন।
আত্মসত্তা বিষয়ে অজ্ঞ ঘুমন্ত এই জাতির তরে,
যাঞ্ছা করি- দাও হে খুদা, সবল সফল জীবন তারে,

অর্ধরাতের নিঝুম ক্ষণে বিলাপ করি করুণ স্বরে,
'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' বক্ষ ভাসাই নয়ন-লোরে।
বঞ্চিত মোর পরানখানি ধৈর্য এবং শান্তিহীন,
'হে জীবন্ত পরাক্রান্ত' জপ করেছি রাত্রিদিন।
লুপ্ত ছিল সেই বাসনা আমার মনের গোপন বনে,
রক্ত হয়ে পড়ল ঝরে অবাধ স্রোতে নয়ন-কোণে
লালার মত লালিম আভায় জ্বলব কত নিরন্তর?
শিশির ভিক্ষা উষার দ্বারে করব কত নিরন্তর?
শামা'র সম পড়ছে গলে' আমার দেহে অশ্রু মম,
আমার সাথে যুদ্ধ করি মোমের বাতির সমর সম,
উজল করি প্রদীপ শিখা নিজের দেহ দাহন করে'
অধিক আলো হর্ষ শোভা প্রদান করি সবার তরে;
নিমেষ তরে বক্ষ আমার দাহন হতে বিরাম না পায়;
হপ্তা মম জুমু'আ বারে পরিশ্রমে লজ্জা না পায়।
পরান আমার বন্দী আছে ধড়ের মাঝে ভাংগাচোরা,
মর্যাদা তার ধুলায় মলিন, দীর্ঘ নিশাস বক্ষ-চেরা।
কালের উষায় যখন খুদা আমার দেহ সৃজন করে,
ক্রন্দন-গীতি উঠল বেজে আমার হৃদয়-সেতার পরে।
প্রেমের যত গোপন কথা সেই সুরেতে প্রকাশ পেল,
প্রেম কাহিনীর করুণ ব্যথার ক্ষতিপূরণ আদায় হলো।
নিছক তৃণে অগ্নি-শিখার স্বভাব রীতি সে সুর দানে,
মৃত্তিকারই তুচ্ছ ঢেলায় পতঙ্গেরই সাহস দানে।
একটি চিহ্ন রক্ত-লালার প্রেমের তরে যথেষ্ট সেই,
বক্ষে তাহার বিলাপ-প্রতীক একটি গোলাপ যথেষ্ট সেই,
উষ্ণীষেতে এমনি গোলাপ একটি আমি পরাই তোমার
আওয়াজ তুলি' প্রলয় ডাকে নিদ্রা গভীর ভাঙ্গবো তোমার।
মৃত্তিকাতে তোমার যেন পুষ্প ফোটে নূতন ক'রে,
তোমার শ্বাসে মধুর মলয় বয় যেন গো নূতন ক'রে॥

রুমূয-ই-বেখূদী

ভূমিকা

ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক

ব্যক্তির তরে সংঘের ডোর দান খুদার,
পূর্ণতা লাভে সংঘের বরে সত্তা তার।
ঘনিষ্ঠ হও সংঘের সাথে অনুক্ষণ,
আযাদজনের গৌরব করো বিবর্ধনা।
রক্ষা-কবচ শ্রেষ্ঠমানব বাক্যে করো,
শয়তান থাকে জমা'আত থেকে দূরান্তর,
ব্যক্তি সংঘ পরস্পরের মুকুর হেন.
মুক্তামাল্য-কুঞ্জের মাঝে তারকা যেন।
সম্মান লাভে ব্যক্তি একক সংঘ থেকে,
সংঘ সে পায় সুশৃংখলা ব্যক্তি থেকে।
সংঘের মাঝে ব্যক্তি যখন লুপ্ত হয়,
বিন্দু তখন বিস্তার লভি' সিন্ধু হয়।
প্রাচীন যুগের কীর্তির করে সে রক্ষণ।
অতীত এবং ভবিষ্যতের যে দর্পণ।
যোজক সেজন অতীত এবং ভবিষ্যের
সময় তাহার অসীম, সম অনন্তের।
সংঘ থেকে অগ্রগতির হর্ষ মনে,
কর্মফলের হিসাব-নিকাশ সংঘ সনে।
শরীর এবং পরান তাহার সংঘ থেকে।
বাহির এবং ভিতর তাহার সংঘ থেকে।
চিন্তা তাহার জাতির ভাষায় উচ্চারিত।
পূর্বগামীর চরণ-রেখায় রেখাংকিত।
পক্বতা পায় আত্মীয়তার মধুর তাপে,

একার্থ হয় ব্যক্তি যবে সমাজ ধাপে।
ঐক্য তাহার বহুর বলে শক্তি লভে।
যখন বহু ঐক্যে তাহার ঐক্য লভে।
শব্দ যখন পংক্তি হতে বহিষ্কৃত,
অর্থ-মণি বক্ষে তাহার বিচূর্ণিত।
পত্র সবুজ শাখাচ্যুত হয় যখন,
বসন্তেরই হর্ষ তাহার দুঃস্বপন।
সংঘ-আবে যমযম যে পান না করে,
বংশীতে তার সুরের শিখা যায় যে মরে,
ব্যক্তি একক লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্যহীন,
শক্তি তাহার বিক্ষেপ-মুখী রাত্রিদিন।
নিয়ম সংগে পরিচয় তার জাতির দ্বারা
কোমল বদন মগন যেমন মলয় ধারা।
মহীরূহ-প্রায় স্থাপন করি মাটিতে পদ,
স্বাধীন করে বন্ধন করি হস্তপদ।
নিয়ম নিগড়ে সত্তা যখন বন্দী হয়,
কস্তুরী দানে বন্য হরিণ গন্ধময়।
সত্তাহীনতা হইতে সত্তা চেন না তুমি,
সন্দেহ মাঝে নিক্ষেপ করো আত্মাকে তুমি।
মৃত্তিকা তব জ্যোতির কণিকা করে ধারণ,
ভাস্বর করে ইন্দ্রিয় তব তার কিরণ।
তারি ভোগে আজি সম্ভোগ তব, দুঃখে হতাশ্বাস
যিন্দা রয়েছ প্রতিক্ষণে তুমি নিয়ে তার নিঃশ্বাস!
একক সত্তা, সহ্য না হয় দ্বিত্ব তার।
আমিত্ব মোর তুমিত্ব তব প্রভায় তার।
আত্ম-রক্ষী আত্ম-ক্রীড়ক আত্ম-কর্মী,
নিবেদন তার, অভিমান-মাখা স্বৈরধর্মী।
দহনে তাহার এমনি আগুন সৃষ্টি হয়,
ফুলকি তাহার শিখার উপর ঝম্প দেয়।
স্বাধীন এবং অধীন উভয় স্বভাব তার,
সর্বগ্রাসী শক্তি আছে খন্ডে তার।

চির সংগ্রাম অভ্যাস তার দেখেছি আমি,
সত্তা এবং জীবন-নাম দিয়েছি আমি।
নির্জনতা হইতে নিজে বাহিরে এলে
চরণ রাখে মিলন জ্যোতির বিকাশ থলে।
'তিনি'র মোহর অন্তরে তার অংকিত হয়,
'আমি' বিচূর্ণ হলেই 'তুমি'র অভ্যুদয়।
বাধ্যকতা ইচ্ছা তাহার খর্ব করে,
প্রেমের ধনে ধন্য সে হয় গর্বভরে।
নম্র হবে না অভিমান যবে চাংগা রবে,
ভুলে যাও মান, বিনয় তখন জন্ম ল'বে।
সত্তা সে করে আত্মবিলোপ সংঘ মাঝে,
পত্র সে হবে পুষ্পমালা কানন মাঝে।
"তীক্ষ্ণ লৌহ-অসির মতো সূক্ষ্ম কথা;
যাও দূরে- না বুঝলে যদি গোপন ব্যথা।"

রূমী-

ব্যষ্টির মিলনে সমষ্টির সৃষ্টি ঃ নুবূওত দ্বারা উহার শিক্ষার পূর্ণতা

মানব সাথে যুক্ত মানব কিসের দ্বারা ?
সেই কাহিনীর সূত্র আদিম তত্ত্ব-হারা।
সংঘ মাঝে ব্যক্তি মোরা দেখতে পারি,
উদ্যান হতে পুষ্পের ন্যায় তুলতে পারি।
স্বভাব তাহার যুক্ত গভীর ঐক্য মাঝে ;
রক্ষা তাহার মাত্র কেবল সংঘ-মাঝে।
যিন্দিগীরই রাজপথেতে জ্বালায় তারে,
জীবন-যুদ্ধ ক্ষেত্র শিখা জ্বালায় তারে।
পরস্পরের সংগে মানব যুক্ত হয়,
মুক্তা যেমন মাল্য-ডোরে যুক্ত হয়।
জীবন যুদ্ধে পরস্পরের বন্ধু সব,
একই কার্যে ব্যস্ত যেমন কর্মী সব।
যুক্ত তারা পরস্পরের আকর্ষণে,
গ্রহের স্থিতি অন্য গ্রহের আকর্ষণে।
ভূধর শৈলে যাত্রী দলের শিবির পড়ে,
কানন-বীথি মরুর বালু পাহাড়-চূড়ে।
শ্রান্ত-নিথর তানা-পড়েন কাজের তার,
অস্ফুট সব চিন্তাধারার মুকুল তার।
বজ্র-কণ্ঠ বাদ্যযন্ত্র শব্দ-হীন,
সংগীত তার পরদা মাঝে সুরবিহীন।
করতে হয়নি সন্ধানেরই কষ্ট ভোগ,
হয়নি পেতে নিরাশ হিয়ার দুঃখ-শোক।

সদ্যজাত মিলন-সভা সজ্জাহীন,
মদ্য তাহার স্বপ্ন এত, তূলায় লীন।
নবোদগত মাটির তরু সবুজ আজো,
আঙুর গাছের শিরায় রক্ত শীতল আজো।
দৈত্য-পরীর বিহার-ভূমি কল্পনা তার,
স্বকল্পনায় ত্রস্ত হওয়া স্বভাব যে তার।
অপক্ক তার সত্তাভূমি ক্ষুদ্র আজো,
ভাবনা তাহার ছাদের নীচে বদ্ধ আজো।
জীবন-ভীতি মৃত্তিকা-জল পুঞ্জি তার,
প্রবল হাওয়ায় কম্পিত হয় হৃদয় তার।
পরান তাহার কঠোর শ্রমে পায় যে ত্রাস,
স্বভাব-বুকে পান্‌জা ঠোঁকার নাই প্রয়াস।
স্বতোদগত সকল কিছু গ্রহণ করে,
উপর থেকে পতিত যাহা গ্রহণ করে।
তখন খুদা সৃষ্টি করেন পুণ্য নরে,
পূর্ণ পুঁথি লিখেন যিনি এক আখরে।
সংগীতকার এমনি যাহার সুরধ্বনি,
মৃত্তিকারে প্রদান করে সঞ্জীবনী।
তুচ্ছ অনুদীপ্তি লভে তাহার বরে,
পণ্য সকল মহার্ঘ্য হয় তাহার বরে।
জীবন্ত হয় ফুৎকারে এক হাজার দেহ,
রঞ্জিত হয় এক পিয়ালায় জল্‌সা-গেহ।
নয়ন তাহার মরণ হানে; জীবন দানে
বাক্য, যেন দ্বিত্ব হানি' ঐক্য আনে।
রশির প্রান্ত যুক্ত তাহার স্বর্গপুরে,
বন্ধন করে খন্ড জীবন ঐক্য-ডোরে।
নূতনতর দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করে,
শুষ্ক মরু পুষ্পতরু পূর্ণ করে।

একটি জাতি সর্ষে-সম অগ্নি' পরে
নবোদ্যমে লাফিয়ে ওঠে দীপ্তি-ভরে।
ফুলকি একক তাহার মনে অগ্নি জ্বালায়,
মৃত্তিকা তার অগ্নি-শিখায় প্রদীপ্ত হয়।
পদস্পর্শ মাটির কণায় দৃষ্টি দানে,
'সীনার ধূলায় কটাক্ষেরই শক্তি দানে।'[১]
নগ্ন বুদ্ধি ভূষণ লভে তাহার বরে,
নির্ধন মেধা সম্পদ লভে তাহার বরে।
অঞ্চল-বায় উসকানি দেয় অঙ্গারে তার,
নিষ্কাশি খাদ নির্মল করে কাঞ্চনে তার।
বন্ধন মোচে চরণ হতে বান্দাদের,
প্রভুর হস্ত হইতে হবে বান্দাদের।
রাষ্ট্র করে বান্দা কারো নও তো দীন,
নির্বাক ওই পুতুল হতে নও তো হীন।
সবায় টানে একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে ফের,
সকলের পায় নিয়ম-নিগড় পরায় ফের।
তওহীদেরই গোপন কথা শিখায় পুনঃ,
সমর্পণের নিয়ম-রীতি শিখায় পুনঃ।

---

১. কু'র্ আন'-৭ঃ১৭৯

ইসলামী সমাজের ভিত্তিস্তম্ভসমূহ

প্রথম স্তম্ভ

তওহীদ

বাস্তবতার বিশ্বে 'আকল ভ্রান্ত ঘোরে,
লক্ষ্যপথে কদম বাড়ায় তৌহীদ ভরে।
পন্থা-হারার শরণ-গৃহ নচেৎ কোথায় ?
প্রজ্ঞা-বোধির তরীর তরে তীর কোথায় ?
তৌহীদ-বাণী সত্য-সেবীর কণ্ঠে স্থিত
'দয়াল কাছে বান্দা আসের মধ্যে স্থিত।'[১]
প্রদর্শিবে গুপ্ত যত শক্তি তোমার,
পরীক্ষা তার কর্ম দ্বারা উচিত তোমার।
ধর্ম-প্রজ্ঞা আইন সকল উহার থেকে,
শক্তিমত্তা পরাক্রম উহার থেকে।
দীপ্তি উহার বিস্ময় দানে বিজ্ঞজনে,
শক্তি দানে কার্য করার প্রেমিকজনে।
আশ্রয়ে তার ইতরজনা উন্নত-মান,
মৃত্তিকা পায় পরশমণির মূল্যমান।
শক্তি উহার বাছাই করে বান্দাকে,
সৃষ্টি করে অন্য জাতে বান্দাকে।
সত্য পথে চরণ তাহার ত্রস্ততর,
শিরায় রক্ত বিজলী থেকে তপ্ততর।
সংশয়-ভীতি নিধনে কর্ম লভে জীবন,
বিশ্ব-ধরার রহস্য সব দেখে নয়ন।
বান্দার তরে সম্মান যবে প্রবল হয়,
ভিক্ষাপাত্র জম্‌শীদেরই পিয়ালা হয়।

---

১. কুরআনের আয়াত- ১৯ : ৯৪

পুণ্য জাতির দেহ ও প্রাণ 'লা-ইলাহ',
যন্ত্রে যে সুর সঠিক রাখে 'লা-ইলাহ'।
'লা-ইলাহ' গুপ্ত সত্তা-তত্ত্ব মোদের,
সূত্র তাহার বন্ধন করে চিন্তা মোদের।
অক্ষর তারি ওষ্ঠ হইতে পশি' অন্তর,
জীবন-শক্তি বৃদ্ধি করে নিরন্তর।

উহা অংকিত হলে প্রস্তর পরে অন্তর হয়,
স্মরণে যদি না অন্তর দহে কর্দম হয়।
হৃদয় যখন দহন করি ব্যথায় তাঁর,
দীর্ঘশ্বাসে ফসল পুড়ি সম্ভাবনার।
অন্তর-জ্যোতি দীপ্ত উজল সব হিয়ায়,
দহন-তাপে দর্পণেরই কাঁচ গলায়।
লালা'র মতো তাহার শিখা শিরায় মোদের,
সে দাগ ছাড়া সম্পদ কিছু নাই মোদের।
তৌহীদেরই পুণ্যে কৃষ্ণ হয় গো লাল,
ফারুক এবং আবূ যরের জাতির ভাল।[১]
আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের আসন মন,
একত্র পান মত্ততা দেয় আকর্ষণ।
একই রঙে রঞ্জিত দিল সমাজ গড়ে,
একই ভাতি সিনাই গিরি দীপ্ত করে।
একই চিন্তা জাতির মনে দোলন দিবে,
একই লক্ষ্য অন্তরে তার সাহস দিবে।
থাকবে একই আকর্ষণ স্বভাব তার,
একই কষ্ট ভালো-মন্দের করবে বিচার।
সত্যের জ্বালা না রয় যদি সুরে চিন্তার,
সম্ভব নহে বিশ্বব্যাপী প্রসার তাহার।
মুসলিম মোরা খলীলের হই যত সন্তান,
'তোমাদের পিতা' আয়াত হতে লহ প্রমাণ।[২]
জাতির ভাগ্য সংগে জড়িত মাতৃভূমির

---

১. দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর ফারুক এবং সাহাবী আবুয'র।

২. কুরআনের আয়াত ২২ঃ ৭৭

জাতির প্রাসাদ ভিত্তির' পরে বংশ-জ্ঞাতির।
মিল্লাত-মূল ধূলায় খোঁজা কেমন কথা?
জল মাটি বায় অর্চন করা কেমন কথা?
বংশ গুণের গর্ব করে মূর্খ পামর,
ক্ষেত্র উহার মানব-দেহ যাহা নশ্বর।
সমাজ-ভিত্তি মোদের অন্য প্রান্তরে,
ভিত্তি উহার গুপ্ত মোদের অন্তরে।
হাজির মোরা গায়েব সাথে যুক্ত মন,
পার্থিব সব বন্ধ হতে মুক্ত মন।
বন্ধন-ডোর মোদের তারার বন্ধন যথা,
অদৃশ্য রয় নয়ন হতে দৃষ্টি যথা।
একই তূণের শর আমরা তীক্ষ্ণ-ফল,
একই গঠন একই দৃষ্টি চিন্তা বল।
মোদের লক্ষ্য আদর্শ আর পন্থা এক,
মোদের চিন্তা-ভাবনা-ধারা সবই এক।

কৃপায় তাঁহার ভাই হয়েছি সব মোরা,
একই ভাষা হৃদয়-পরান বুক-জোড়া।

নৈরাশ্য, শোক ও ভীতি পাপের জননী-জীবন সংহারক তওহীদ এই সব দুষ্ট রোগের মহৌষধ

আশার মরণ হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত
"নিরাশ হয়ো না" গড়ে জীবনে নিশ্চিত।[১]
বাসনা বাঁচিয়া থাকে আশা যত'খন,
নিরাশার বিষ আনে জীবনে মরণ।
নিরাশা পিষিয়া মারে কবরের মতো,
আলোন্দী[২] হলেও করে ধূলি মাঝে নত।
সামর্থ্যহীনতা দাস শাপের উহার
আদর্শহীনতা বাঁধা আঁচলে তাহার।
নিরাশা জীবনে আনে ঘুমের মূঢ়তা।
প্রমাণ করিয়া দেয় ধাতুর জড়তা।
নয়নেরে অন্ধ করে কাজল তাহার
দীপ্ত দিবসে অমানিশার আঁধার।
জীবনের শক্তি মরে অনলের শ্বাসে,
শুকায় জীবন-ধারা মূল উৎস-পাশে।
সুষুপ্ত শোকের সাথে একই চাদরে
মারণের অস্ত্র শোক ধমনীর তরে।
শোক-কারাগারে প্রাণ বন্দী যে তোমার?
নবী হতে পাঠ লও 'শোক করো না'র।[৩]
এই পাঠ সিদ্দীকেরে করে সত্যবান,
বিশ্বস্ত মনেতে করে আনন্দ প্রদান।
মুমিন তারকা সম সন্তোষে খুদার,
হাসিমুখে হয় পার জীবন-পাথার।

১.কুরআনের বাণী ৩৯ ঃ ৫৪

২. একটি পাহাড়ের নাম।

৩. কুরআনের আয়াত ৯ ঃ ৪০

খুদায় বিশ্বাস যদি ছাড় শোক ভাব,
ক্ষতিবৃদ্ধি চিন্তা হতে করো মুক্তি-লাভ।
ঈমানের শক্তি করে জীবন উজালা,
'ভয় নাই তাহাদের'[১] হোক জপমালা।
যবে ফিরাউন কাছে করে কলীম গমন,
"ভয় নাহি কর"[২] বাণী দৃঢ় করে মন।
খুদা ছাড়া ভীতি অরি কর্মের পথের,
তস্কর সে জীবনের যাত্রা পথের।
ভীতি করে দৃঢ়পণে সম্ভাবনা-ভীতু
উচ্চাশা বিরত হয় দ্বিধা ভরে নিতু।
উপ্ত হলে ভীতি-বীজ তব মৃত্তিকায়,
আত্মার প্রকাশ জ্যোতি জীবন নিভায়।
দুর্বল স্বভাব তার তাই সমসুর,
প্রকম্পিত হিয়া আর অবশ বাহুর।
পদ হতে ভীতি হরে ধাবন শকতি,
মস্তক হইতে হরে মনন-শকতি।
ত্রস্ত যদি দেখে তোমা তব শত্রুগণ,
পুষ্প-সম অনায়াসে করিবে হরণ।
তীব্রতর হবে তার অসির আঘাত,
দৃষ্টি তার ছোরা সম হানিবে আঘাত।
ভীতি দৃঢ় গ্রন্থি মম চরণের পরে,
কিবা শত খরস্রোত মোদের সাগরে।
সুমধুর নাহি যদি বাজে সুর তব,
ভীতি ফলে ঢিলা আছে বীণা তার তব।
মুচড়িয়ে কান তার বেঁধে নাও সুর,
আকাশে উঠিবে ত্বরা সুর সুমধুর।
যমলোক হতে ভীতি খল গুপ্তচর,
শীতল মৃত্যুর ন্যায় আঁধার অন্তর।
দৃষ্টি তার প্রাণে হানে ধ্বংস-অশনি,

---

১. কুরআনের আয়াত ২ ঃ ৩৬

২. কুরআনের আয়াত ২০ ঃ ৭১

শ্রবণ চোরায় সদা জীবনের বাণী।
গুপ্ত রাখে যত দোষ তোমার হৃদয়,
মূল তার ভীতি মাঝে জানিবে নিশ্চয়।
প্রবঞ্চনা তোষামোদ দ্বেষ মিথ্যাচার,
ভীতির শরণে খোলে দীপ্তি যে সবার।
কুটিল কপট বাস আচ্ছাদন তার,
ধ্বংস সে লুকায় কোলে আঁচলে তাহার।
উদ্যম প্রবল যবে, ভীতির মরণ,
হৃষ্ট অতি তাই ভীতি, যদি বাঁধে রণ।
মুস্তফার গূঢ় বাণী বুঝেছে যেজন,
অংশীবাদ ভীতি মাঝে দেখেছে গোপন।

শর ও অসির কথোপকথন

সত্য তত্ত্ব বলিল শর ফলকাগ্র দ্বারা
অসির তরে, যুদ্ধ মাঝে দীপ্ত আত্মহারা।
নাচে পরী ঝলমল ধাতু যেন তব
যুলফিকার সে আলী করে পূর্বগামী তব।
দেখিয়াছ খালিদেরই তুমি বাহু বলে
রক্ত চিহ্ন লেপিয়াছে সাঁঝের কপোলে।
খুদার ক্রোধ-অগ্নি-শিখা সম্পদ তব গুরু,
স্বর্গপুরী আল-ফিরদৌস তব আশ্রয়-তরু।
শূন্য পরে থাকি কিবা তূণের শরণ লই,
পূর্ণদেহ অগ্নিশিখা যেথায় আমি রই।
যখন ধনুক থেকে মানব-বক্ষ লক্ষ্য করে ছুটি
তার অন্তরেরই গোপন বাণী চক্ষে ওঠে ফুটি।
অন্তরেতে বিমল পূত না রয় যদি চিত
সন্দ-ভীতি নিরাশ হতে মুক্ত সমাহিত।
ছিন্ন করি বক্ষ তাহার তীক্ষ্ণ-ফলক ঘাতে
রঙিন করি বস্ত্র তাহার রাঙা রক্ত-স্রোতে।
নির্মল যদি হৃদয় তাহার মুমিন হিয়া সম
অন্তর্জ্যোতি দীপ্ত করে বদন নিরূপম।
দীপ্তি তাহার তরল করে কঠিন সত্তা সম,
তখন ঝরে ফলক ধীরে কোমল শিশির সম।

সম্রাট 'আলমগীর ও সিংহ

বিশ্বখ্যাত 'আলমগীর গুরগাঁ বংশের গৌরবস্থল,
ইসলামের মান বৃদ্ধিকারী নবীর ধর্ম গর্ব-উজল।
ধর্মাধর্মের সংগ্রামেতে মোদের তূণের চরম শর,
অধর্ম-বীজ আকবরীকে লালন করে দারার কর।
হৃদয়-প্রদীপ বক্ষঃমাঝে মলিন এবং দীপ্তিহীন,
মোদের জাতির ভাগ্যখানি নয় অনুকূল বিপদহীন।
নম্র যোদ্ধা 'আলমগীরে ভারত হতে বিশ্ব-পিতা,
ধর্ম এবং বিশ্বাসের জীবন দিতে করল নেতা।
তাঁহার অসির বজ্র-দ্যুতি অধর্মেরে করল দাহন,
ধর্ম-প্রদীপ মোদের সভায় পূর্ণতেজে দিচ্ছে কিরণ।
অন্ধ-রুচি অজ্ঞ মুখে গল্প অলীক অনেক বাড়ে,
তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা উপলব্ধি করতে নারে।
তওহীদেরই প্রদীপ পাশে পতংগ এক ছিলেন তিনি,
ইবরাহীমের মতন ভারত-দেউল মাঝে ছিলেন তিনি।
ছত্রপতি-ছত্র মাঝে আদর্শ এক অনন্য,
ভাস্বর তার পুণ্য চরিত মৃত্তিকাতেই নগণ্য।
তখত-তাজের ভূষণ-মণি রাজর্ষি সেই যোদ্ধা বীর,
প্রাতঃক্ষণে ভক্ত মনে গহন বনে চলেন ধীর।
প্রভাত বায়ুর ব্যজন মৃদু বিমল হৃদয় মুগ্ধ করে,
ঘোষে মহান বিধির কৃপা পাখীর কূজন বৃক্ষ পরে।
সম্রাট ধ্যানী আত্মহারা ভুবন ভুলে পূজায় পশে,
বর্জন করি ধরার মায়া শিবির ফেলেন মোক্ষ দেশে।
হঠাৎ বনের প্রান্ত হতে সিংহ এলো দৃষ্টি পর,
গর্জনে তার গুঞ্জরে ব্যোম বিশ্ব কাঁপে থর থর।
গন্ধ নরের জানায় খবর কোথায় স্থিতি তাঁহার তখন,

'আলমগীরের কোমর পরে পাঞ্জা মারে একটি ভীষণ।
চোখ না তুলে হস্ত রাজার বাহির করে তীক্ষ্ণ অসি,
দীর্ণ করে হিংস্র পশুর জঠর, দৃঢ় আঘাত কষি'।
প্রবেশ নাহি করতে পারে ভয়ের কণা তাঁর অন্তরে,
বনের সিংহে করেন তিনি পটের সিংহ গালচে' পরে।
অধীর হয়ে আবার তিনি ধাবন করেন খুদার পানে,
আত্মহারা নামায তাঁকে উর্ধ্বে টানে খুদার পানে।
বিনয়-নম্র এমন হিয়া আবার আত্ম-মর্যাদাশীল,
যোগ্য তাহার আবাসভূমি কেবল মাত্র মুমিন-দিল।
সত্য সেবক, প্রভুর কাছে নম্র যেন সত্তাহীন,
কিন্তু তবু প্রতিষ্ঠাবান অসত্যের করতে লীন।
মূর্খ ওরে বক্ষঃমাঝে এমনি হৃদয় ধারণ কর,
পীতম তব, বক্ষ মাঝে চিরন্তর করবে ঘর।
সত্তাকে তোর পণ ধরি ফের আত্মাকে নাও জয় করি,
সমর্পণের ফাঁদ পেতে তুই গৌরব লহ জয় করি।
ঐশী প্রেমের অগ্নি দ্বারা ভয়-ভীতি সব ভস্ম কর,
সত্যের খেঁকশিয়াল হয়ে সিংহের পেশা গ্রহণ কর।

খুদার ভীতি ঈমান-সূচী অন্য কিছু নয়,
অপর-ভীতি গুপ্ত শিরক অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় স্তম্ভ

রিসালাত-পয়গাম্বরী

নশ্বর-ত্যাগী ইবরাহীম বন্ধু খুদার[১]
নবীদের পথ-দিশারী পদ-চিহ্ন তাহার।
অবিনশ্বর আল্লাহ তিনি দীপ্ত প্রমাণ
অন্তরে তাঁর জাতির বাসনা অনির্বাণ।[২]
নিদ্রাবিহীন নয়ন হতে অশ্রু ঝরে,
বাণী "পবিত্র কর ভবন মম" শ্রবণ করে।[৩]
'বিজন মরু' আমার তরে আবাদ করে,
তীর্থগামীর মন্দির সেথা নির্মাণ করে।[৪]
যখন "আমার কাছে ফের"র চারায় মুকুল ধরে,[৫]
মোদের ক্ষেত্রে বসন্ত তার স্বরূপ ধরে।
মহান প্রভু মোদের কায়া সৃষ্টি করে'
নবীর দ্বারা সঞ্চারে প্রাণ তার অন্তরে।
নীরব হরফ ভুবন মাঝে ছিলুম সবি
নবীর বরে ছন্দরাণীর গর্ব লভি।
বিশ্বমাঝে সৃষ্টি মোদের নবীর বরে,

---

১. কুরআন শরীফে উক্ত হযরত ইব্‌রাহীমের বচন لا احب الافلين "আমি নশ্বর (বস্তুদের) পসন্দ করিনা"র প্রতি ইংগিত। ৬ ঃ ৭৬

২. ومن ذريتنا امة مسلمة لك কুরআনের এই আয়াতের প্রতি ইশারা। ২ ঃ ১২২

৩. ان طهر بيتى যেন আমার গৃহ পবিত্র করে– কুরআনের এই বাণীর প্রতি ইংগিত। ২ ঃ ১১৯

৪. কুরআনের আয়াত শস্যহীন মরুতে। ১৪ ঃ ৪০

৫. কুরআনের আয়াত আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন কর। ২ ঃ ১২২

মোদের ধর্ম মোদের আইন নবীর বরে।
নবীর বরে শতেক হাজার ঐক্যে লীন,
খন্ড সকল অখন্ড এক বিভাগহীন।
গতিক যাহার "রাস্তা দেখান ইচ্ছা যারে,"[১]
মোদের ঘিরে বৃত্ত আঁকেন নবীর তরে।
জাতির বৃত্ত বিশাল যেন সাগর প্রায়।
কেন্দ্র তাহার মক্কার পূত উপত্যকায়।
ঐক্য বাঁধে মোদের জাতি শক্তিমান।
বিশ্ববাসীর আশিষ-বাণী অমর প্রাণ।
সমন্দরের সে বক্ষ হতে আমরা উঠি
ঊর্মির মতো, ছত্র-ভংগ হয় না মুঠি।
গোষ্ঠী তাহার পুণ্য কা'বার দেয়াল মাঝে,[২]
গর্জন করে সিংহের ন্যায় বনের মাঝে।
সন্ধান যদি বাক্যের মম তুমি কর,
সিদ্দীকেরই দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য কর।
হৃদয়-শক্তি প্রাণের দীপ্তি হবেন নবী,
খুদার চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন নবী।
মু'মিন হিয়ায় তাঁহার কিতাব শক্তিধারা,
প্রজ্ঞা তাঁহার জাতির তরে রক্ত-শিরা।
পবিত্র তাঁর হস্ত ছাড়া মৃত্যু হায়,
পুষ্প যথা শুষ্ক ঝরে শীতের বায়।
তাঁহার শ্বাসেই জাতির লোকে জীবন পায়,
সূর্য তাঁহার দীপ্তি দানে হেম ঊষায়।
ব্যক্তি-জীবন খুদার দয়ায়, তাঁহার বরে
জাতির জীবন, দীপ্ত উজল সূর্য-করে।
নবীর দ্বারা বন্ধ মোরা এক বাঁধনে,
একই নিশাস, লক্ষ্য একই মোদের মনে।
লক্ষ লক্ষ্য লভিয়া ঐক্য শক্ত হয়,
ঐক্য যখন পক্ব তখন গোষ্ঠী হয়।

---

১. কুরআনের আয়াত يهدى من يريد যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ দেখান। ২১ ঃ ১৩

২. বিখ্যাত কাসীদাহ্ বুর্দার একটি শ্লোকের ভাবার্থ।

জীবন্ত রয় ব্যষ্টি যত ঐক্য বাঁধে,
বাঁধে মুসলিমের স্বভাব ধর্ম ঐক্য বাঁধে।
শিখেছি স্বভাব-ধর্ম নবীর পায়ের তলে,
সত্যের পথে উজল মশাল নিত্য জ্বলে।
এ মুক্তি তাঁর অতল সিন্ধুর মহান দান,
তাঁহার বরেই আমরা সবাই একক প্রাণ।
মোদের মাঝে রইবে ঐক্য যতক্ষণ
বাঁচব মোরা কালের কোলে চিরন্তন।
মোদের পরে খতম করেন ধর্ম খুদা,
মোদের মাঝে শেষ নবী তাই পাঠান খুদা।
কালের সভায় আমরা সবি গর্ব-রবি,
জাতির নিশেষ আমরা; তিনিই শেষ যে নবী।
মোদের সাথে সাকীর পেশা হইল শেষ,
দিলেন তিনি মোদের হাতে পিয়ালা শেষ।
"আমার পরে নাই নবী আর" খুদার দান,[১]
নবীর দ্বীনের মান রাখে এ পর্দা খান।
জাতির শক্তি উৎস-মূল যে ইহার মাঝে,
জাতির ঐক্য-রক্ষা মন্ত্র ইহার মাঝে।
মহান প্রভু চূর্ণ করেন মিথ্যা মাকাল,
ইসলামেরে যুক্ত করেন অনন্তকাল।
মুসলিম খুদা ভিন্ন কারেও করে না চিত্ত দান,
"মোদের পরে নাই জাতি আর," শক্তি-মন্ত্র-গান॥

---

১. হাদীস لا نبى بعدى

হযরত মুহাম্মদের পয়গাম্বরীর উদ্দেশ্য

মানব জাতির মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন ও তাহার বাস্তব রূপদান

মানব ছিল মানব-পূজক গগন-তলে,
তুচ্ছ হেয় উৎপীড়িত চরণ-তলে।
কিসরা-সীযর দস্যু প্রতাপ সুযোগ-ভেদে,
হস্তপদে শিকল-বাঁধন রাখত বেঁধে।
গণক ঠাকুর বাদশাহ আমীর পূজারী পোপ,
সব শিকারী এক শিকারে মারত যে কোপ।
প্রতাপশালী বাদশাহ এবং ভক্ত পূজক,
পতিত জমির কর আদায়ে কঠোর শাসক
গির্জা মাঝে বিশপ বেচে বর খুদার
শিকার তরে ফন্দী হীন স্কন্ধে তার,
ব্রাহ্মণ করে কুঞ্জ হতে পুষ্প চয়ন,
অগ্নি-পূজক শস্য তাহার করে দাহন।
দাস্য করে স্বভাব তাহার তুচ্ছ হীন
সংগীত রাগ তাঁর বাঁশীতে রক্তে লীন।
যবে সত্যাশ্রয়ী স্বত্ব দানে স্বত্ববাণে
বান্দা লভে খাকান রাজ্য-সিংহাসনে।
উঠল নেচে ভষ্ম হ'তে অগ্নিবাণ,
পাথর-কাটা পারভেজ-সম পাইল মান।
শ্রমিকজনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়,
অত্যাচারীর কর্তাগিরি লুপ্ত হয়।
শক্তি তাহার মূর্তি প্রাচীন চূর্ণ করে,
নির্মাণ করে কিল্লা নব মানব তরে।

আদম-দেহে নূতন জীবন প্রদান করে,
দাস্য মুছি' বন্দী নরে মুক্ত করে।
প্রাচীন ধরার মৃত্যু হানে জন্ম তাঁর,
মূর্তি-পূজার অগ্নি-পূজার সংস্কার।
জন্ম লভে মুক্তি তাঁহার পুণ্য মনে,
এই অমর সুধা তৈরি তাঁহার দ্রাক্ষাবনে।
শত প্রদীপের কিরণে উজল নব্য যুগ,
দৃষ্টি লভে তাঁহার কোলে মুক্ত চোখ।
সত্তার বুকে চিত্র নূতন অংকিত হয়,
দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা জাতির জন্ম হয়।
কেউ আল্লাহ্ ছাড়া নয় ঘনিষ্ঠ এই জাতির,
পতংগ সব মুস্তাফারই মোমবাতির।
সত্য জ্যোতিঃ দীপ্ত করে জাতির বুকে,
কণিকা তার দীপ্ত প্রদীপ সূর্য-লোকে।
আনন্দে তার বিশ্বধরা রঞ্জিত হয়,
চীনের দেব-মন্দির যত কাবা হয়।
আমবিয়া ও পয়গাম্বরের বংশধর,
"শ্রেষ্ঠ সাধু খুদার কাছে শ্রেষ্ঠ নর।"[১]
মু'মিন প্রতি প্রিয় ভ্রাতা' অন্তরের,[২]
মুক্তি জীবন পুঞ্জি হৃদয়-কন্দরের।
সর্বপ্রকার অসাম্যই তো শত্রু তার
রক্ত-মাসে মজ্জাগত সাম্য তার।
তরুর মতো শিরোন্নত শিষ্যগণ
বলিল "হ্যাঁ তুমিই প্রভু" পক্বপণ।[৩]
খুদার তরে সিজদার দাগ ললাটে তার,
চুম্বন করে চন্দ্র তারকা চরণ তার।

---

১. আয়াত ৪৯ ঃ ১৩

২. আয়াত ৩৯ ঃ ১০

৩. আয়াত ৭ ঃ ১৭১

ইলামী ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন

বু'উবায়দ ও জাবানের গল্প

য়ায্‌দজুর্দের সেনাপতি এক বন্দী হয়,
মুসলিম হাতে যুদ্ধের ফলে বন্দী রয়।
অগ্নিপূজক বক-ধার্মিক শঠ প্রবীণ
সুযোগান্বেষী কৌশলী সে যে খল প্রাচীন।
সন্ধান নাহি দেয় কভু পদ-মর্যাদার,
নাম নাহি কয়, রহে সে মৌন ব্রত এ তার।
"জীবন ভিক্ষা চাই আমি" বলে করি' বিনয়,
"মুসলিম সম দান কর মোরে পূর্ণ অভয়।"
মুসলিম রাখে তলোয়ার কোষে করি' ত্বরা,
"হারাম আমার রক্ত তোমার পাত করা।"
কাওয়ার ঝান্ডা ছিন্ন যখন ভূপাতিত
সাসান বংশের অগ্নি হইল নির্বাপিত,-
প্রকাশ পাইল জাবান নাম ঐ বন্দী জনার,
প্রধান সেনাধ্যক্ষ তিনি ইরান সেনার।
মৃত্যু দাবি আরব সেনাপতির হাতে
করলো সবে তার শঠতার অজুহাতে।
সেনাধ্যক্ষ বু'উবায়দ হিজায-সেনার,
উদ্যম যার নির্ভরশীল নয় সেনার,
বলেন, "বন্ধু, আমরা সবাই মুসলমান,
একই তারের যন্ত্রে বাজাই ঐক্যতান।
'আলীর ধ্বনি আবূ যরের সমসুর,
যদিও কম্বর কিংবা বিলাল-কণ্ঠস্বর।
সত্য-ধারী সবাই মোরা এই জাতির।
তার শান্তি ও দ্বেষ বর্তে উপর সব জাতির।
ব্যক্তি-প্রাণের ভিত্তি বটে সম্প্রদায়,
তাই ব্যক্তি-পণের সত্য রাখে সম্প্রদায়।
জাবান যদিও শত্রু মোদের কঠোর প্রাণ,
মুসলিম এক করল তারে অভয় দান।
'শ্রেষ্ঠ-মানব'-শিষ্য, তাহার রক্ত লাল
হারাম তোমার অসির তরে নিত্যকাল।"

ইসলামী সাম্যের নিদর্শন

সুলতান মুরাদ ও স্থপতির গল্প

খুজান্দ দেশে স্থপতি যে এক ছিল,
নির্মাণ কাজে খ্যাতি তার চরাচরে;
নিপুণ সে ছিল ফরহাদ-সুত সম
মুরাদ আদেশে মাসজিদ এক গড়ে।
সন্তোষ রাজা নাহি লভে তার কাজে
ক্রুদ্ধ হলেন তিনি স্থপতির দোষে,
অগ্নির শিখা চমকে নয়ন-কোণে
হস্ত তাহার কর্তন করে রোষে।
রক্তের ধারা বাহু হতে তার ছুটে,
কাজীর সকাশে অক্ষম দেহে ছুটে;
কাটিত পাথর যে রাজ শিল্পী মহা
করুণ পীড়ন-কাহিনী মুখেতে ফুটে।
বলে, হে পুণ্য সত্য–সাধক বীর
নবীর কানুন রক্ষণ কাজ যার
কান-ফোঁড়া দাস রাজ-প্রতাপের নহি
কুরআনের দ্বারা দাবি করুন বিচার।
ন্যায়বান কাজি দন্তে চাপিয়া ঠোঁট
তলব করেন বাদশাহে করি' ত্বরা,
কুরআনের নামে ভয়ে পান্ডুর রাজা
কাজির সকাশে অপরাধী দেয় ধরা।
অনুতাপে নত-নয়ন দৃষ্টি তার
উভয় গন্ড রক্তিম শরমেতে,

দীন ফরিয়াদী দাঁড়ায়েছে একধারে
ওধারে বাদশাহ্ দুঃখিত মরমেতে।
বাদশাহ্ বলেন, অনুতাপী মোর দোষে,
স্বীকার করি গো আমি অপরাধ মম,
"প্রতিশোধে বাঁচে পরান" বলেন কাজী[১]
নীতিতে জীবন-স্থিতি লভে গিরি-সম।
নহে মুসলিম দাস আযাদের চেয়ে হীন,
শাহী খুন নয় বেশী লাল ধমনীতে;
কুরআনের কড়া বিধান শুনিয়া শাহ
হস্ত বাড়ায় ন্যায্য শাস্তি নিতে।
ফরিয়াদী নারে নীরব থাকিতে আর
ন্যায় ও দয়ার সাথে বাণী পাঠ করে,[২]
বলে, "আমি মাফ করিনু খুদার লাগি,-
ক্ষমা করি তারে মহান নবীর তরে।"
পিপীলিকা জয়ী সুলায়মানের পরে,
প্রবল কেমন দেখ নবীর বিধান,
কুরআনের চোখে প্রভু দাস সব এক
ছিন্ন মাদুর গালিচার সম-মান।

---

১. কুরআনের আয়াত ২ ঃ ১৭৫

২. কুরআনের আয়াত ১৬ ঃ ৯২

ইসলামী স্বাধীনতা ও কারবালা-রহস্য

সর্বময়ের সংগে যাহার চুক্তি হবে
অন্য সকল পূঁজ্য হতে মুক্তি লভে।
বিশ্বাসী যে প্রেম হতে হয় এই ধরায়।
মু'মিন হতে জন্মে আবার প্রেম ধরায়।
সম্ভব নয় যে-সব কিছু সাধ্যে মোর,
প্রেমের কাছে সে-সব সোজা, নয় কঠোর
বুদ্ধি সে যে রক্তক্ষয়ী অনিষ্টকর,
নির্দয় প্রেম রক্তক্ষয়ী কঠোরতর।
প্রেম সে অধিক কর্মপটু নির্মলতর,
কাজের বেলায় সাহসী বেশী দুর্জয়তর।
বুদ্ধিলুপ্ত কার্যকারণ গোলক-ধাঁয়,
লক্ষ্যপানে ত্রস্ত-গতি প্রেম সে ধায়।
জয় করে প্রেম শিকার তাহার বাহুর বলে,
ধূর্ত বুদ্ধি ফাঁদ পেতে রয় সুকৌশলে।
ভীতি-সন্দেহ বুদ্ধির পুঁজি চিরন্তন
প্রেমের পুঁজি সে বিশ্বাস দৃঢ় অটল পণ।
বুদ্ধি যাহা গঠন করে ধ্বংস তরে;
প্রেম যদি বা ধ্বংস করে, গঠন তরে।
ধরায় বুদ্ধি বায়ুর মতো অতি সুলভ,
প্রেম সে বিরল মহার্ঘ্য ও সুদুর্লভ।
বুদ্ধি দৃঢ় 'কেন ও কত'র ভিত্তি গেড়ে,
প্রেম সে নগ্ন 'কেন ও কত'র সজ্জা ছেড়ে।'
বুদ্ধি বলে, তোমার সত্তা প্রচার কর;
প্রেম সে বলে, প্রথম আত্ম-বিচার কর।
প্রয়াস দ্বারা বুদ্ধি লভে বাহ্যজ্ঞান,
আত্ম-বিচারে ব্যস্ত প্রেম, সে ঐশীদান।

বুদ্ধি বলে, তুষ্ট সদা হৃষ্ট হও,
প্রেম সে বলে, ভক্ত হয়ে মুক্ত হও।
মুক্তি সে যে প্রেমিক প্রাণের আনন্দ,
প্রেম বাহনের চালক মুক্তি অশান্ত।
শুনছ তুমি যুদ্ধকালে প্রেম কি করে ?
আসক্ত ঐ বুদ্ধি সাথে কেমন করে ?
'আলীর পুত্র শ্রেষ্ঠ ঐশী প্রেমিকজন
কুঞ্জে নবীর শ্রেষ্ঠ পাদপ মুক্ত মন–
পিতৃমুখের বিসমিল্লার প্রথম কথা
'চরম বলি'র অর্থ বুঝায় পুত্র সেথা।[১]
শ্রেষ্ঠ জাতির রাজকুমারের বাহন রূপে
শ্রেষ্ঠ নবী পৃষ্ঠ পাতে উষ্ট্র রূপে।[২]
ভক্ত প্রেমিক রক্তিম মুখ অভিমানে
তাঁর বিষয়ে কাব্য মম গর্ব মানে।
মান্যে তিনি জাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ গুণী,
বল, 'তিনিই আল্লাহ' যেমন-পুঁথির মণি।[৩]
মূসা-ফিরআউন হুসেন-য়াযীদ ছিল যথা
সত্য মিথ্যা দীপ্ত বিশ্বে হয় যে তথা।
হুসায়ন-বলে সত্য চির জীবন্ত,
মিথ্যা ধনীর অন্তিম শ্বাস নিভন্ত।
খিলাফত যবে কুরান-রশ্মি ছিন্ন করে,
মারণ-বিষে মুক্তি-কণ্ঠ রুদ্ধ করে।
শ্রেষ্ঠ জাতির দীপ্ত চূড়া শির তুলে,
কিবলা হতে বারিদ সম জোর চলে।
রক্ত-ধারায় কারবালারে সিক্ত করে।
মরুর মাঝে রক্ত-কুসুম উপ্ত করে।
প্রলয় 'বধি ধ্বংস করে অত্যাচার,
রক্ত-ধারা কুঞ্জ রচে চমৎকার।

---

১. কুরআনের ৩৭ : ১০৭
২. হাদীস نعم الجمل جملكما
৩. কুরআন ১১২ : ১

মস্তক লুটে রক্ত ধূলায় সত্য তরে,
তওহীদেরই ভিত্তি জীবন-অর্ঘ্য পরে।[১]
রাজ্য যদি লক্ষ্য হতো কখন তাঁর
এমন রসদ নিয়ে হয় না কভু পথের বার।
শত্রু মরু বালুর মতো অসংখ্য
মিত্র-সংখ্যা খুদার মতো একাঙ্কা।
ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলের গুপ্ত বাণী,
জীবন তাঁহার প্রকাশ করে ব্যাখ্যাখানি।
প্রতিজ্ঞা তাঁর পাহাড় সম দৃঢ় স্থির,
চিরস্থায়ী ত্বরিত-গতি সিদ্ধ ধীর।
ধর্মের মান রক্ষা করে কৃপাণ তাঁর,
বিধির বিধান রক্ষা শুধু লক্ষ্য তাঁর।
মুসলিম খুদা ভিন্ন কারো বান্দা নয়,
ফিরআউন পদে মস্তক তার ন্যস্ত নয়।
রক্ত তাঁহার গুপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা করে,
সুপ্ত জাতির সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে।
উপাস্য নাই অসি যখন মুক্ত করে,[২]
মিথ্যা-পূজক শিয়ার রক্ত ক্ষরণ করে।
মরুর মাঝে 'আল্লাহ ছাড়া' চিত্র এঁকে[৩]
পুণ্য বাণী মোদের মুক্তি-ছত্র লেখে।
কুরআন মর্ম হুসেন কাছে শিক্ষা করি
তাঁর অগ্নি হতে মশাল মোদের দীপ্ত করি।
প্রতাপ শামের, বাগদাদী ধন, সবাই লীন,
গ্রানাডারও প্রতিপত্তি স্মরণ হীন।
কম্পিত আজ হৃদয় তন্ত্রী তাঁর ঘাতে,
তক্‌বীরে তাঁর সতেজ ঈমান জোর মাতে।
মলয় বায়ু দূরান্তরের পুণ্য দূত,
অশ্রুতে মোর সিক্ত করো মৃত্তি পূত।

---

১. খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর বাণী حقا که بنائے لا اله یست حسین

২. কলিমা لا اله

৩. উক্ত কলিমায় পুরক الا الله

ইসলামী সমাজ তাওহীদ ও পয়গাম্বরীর ভিত্তির উপর স্থাপিত; কাজেই উহা দেশ-বিদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে

সত্তা মোদের এক দেশেতে বদ্ধ নয়,
তার মদ্য কড়া এক পিয়ালায় বদ্ধ নয়।
টুকরো মোদের পান-পিয়ালার হিন্দী চীন
তুরকী শামী মোদের দেহের মৃত্তি চিন।
অন্তর মম হিন্দী শামী নয় রূমী,
ইসলাম ছাড়া নাই আমাদের জন্মভূমি।
সদ্‌বংশী সে কাআব যখন নবীর করে
স্তুতি-কাব্য "বানাত সু'আদ" পেশ করে;[1]
দীপ্ত মণির মাল্য গাঁথে তাঁর স্তবে,
'নিয়াম-মুক্ত হিন্দী অসি' ঘোষেণ ভবে।
মর্যাদা তাঁর উচ্চতর আকাশ হ'তে
তাই পছন্দ নয় সম্পর্ক এক দেশের সাথে।
বলেন বলো, "খুদার অসি"; সত্য-পূজক
যখন তুমি সত্যপথের নিষ্ঠ সাধক।
খন্ডাখন্ডের রহস্য নখ-দর্পণে তাঁর,
আম্বিয়ারই সুরমা চরণ-ধূলি তাঁহার।
উম্মতে ক'ন, "তোমার ভবে প্রিয় আমার
খুদার স্তুতি, সাধ্বী নারী, সুগন্ধি ভার।"[2]
শুভ্র রুচি ব্যাখ্যা যদি তোমায় সাজে
সূক্ষ্ম মম গুপ্ত "তোমার" শব্দ মাঝে।

---

১. 'কাসীদাহ্ বুর্‌দাহ্' প্রসিদ্ধ কবিতা। উহার প্রথম দুইটি শব্দ 'বানাত সু'আদ' নামেও পরিচিত।

২. বিখ্যাত হাদীস।

অর্থাৎ সেই দীপ্ত প্রদীপ অন্ধ ধরার
ধরায় ছিলেন কিন্তু অনাসক্ত ধরার।
দীপ্তি তাঁহার ফিরিশ্‌তাদের বক্ষ দহে,
"যখন আদম মৃত্তি পানির মধ্যে রহে।"[১]
জন্মভূমি কোথায় তাঁহার নাই জানা,
সুবিজ্ঞাত, মোদের তিনি বন্ধুজনা।
এই ধাতুদের বিশ্ব মোদের করেন মনে,
অতিথি ফের নিজকে মোদের করেন মনে।
কারণ লুপ্ত বক্ষ হতে প্রাণ সে মোদের
হারিয়ে গেছে মাটির দেহে সত্তা মোদের।
মুসলিম তুমি হৃদয় রুদ্ধ করো না দেশে,
হয়ো না লুপ্ত নশ্বর এই বিশ্বে শেষে।
মুসলিম কভু ধরে না কোন দেশ-সীমায়,
হৃদয়ে তার শাম আর রোম হারিয়ে যায়।
অন্তর ধর, কেননা বিশাল বক্ষে তার
লয় হয় এই মৃত্তি পানির ঘর দুয়ার।
মুসলিম তরে জাতির গ্রন্থি মুক্ত করে,
ইমাম যখন জন্মভূমি ত্যাগ করে।
প্রজ্ঞা তাঁহার বিশ্ব-জাতি স্থাপন করে,
নির্মাণ করে ভিত্তি দৃঢ় কলমা পরে।
তাই সে ধর্ম সম্রাটেরই দানের দ্বারা,
মসজিদ সম পূর্ণ ধরার পৃষ্ঠে সারা।
প্রশংসা যাঁর করেন খুদা কুরআনে,
পরান রক্ষা প্রতিশ্রুত যার শানে[২]
সম্ভ্রমে তাঁর ভয়-বিহ্বল শত্রু কুল,
স্বভাব মহিমা কম্পিত করে অঙ্গ-মূল-
হিজরত কেন করেন ত্যাজি' পিতৃভূমি ?
শত্রুর ভয়ে প্রস্থান উহা, ভাবছ তুমি।
ঐতিহাসিক সত্যবাণী গোপন রাখে,

১. হাদীস - كنت نبيا وادم بين الماء والطين
২. কুরআনের আয়াত ৫ ঃ ১৭

হিজরতেরই মর্ম থেকে অজ্ঞ থাকে।
হিজরত সে তো মুসলিম তরে স্বভাব নীতি,
কারণ উহায় মুসলিম জাতির সত্তা-থিতি।
উদ্দেশ্য তার অগভীর বারি উল্লম্ফন,
সাগর-জয়ে শিশির-কণা উল্লংঘন।
পুষ্প ত্যাজ, লক্ষ্য তোমার পুষ্পবন,
এরূপ ক্ষতি মহৎ লাভের সাজ-ভূষণ।
সূর্য-মহিমা মুক্ত নভে পর্যটন,
করে দিগন্ত যার চরণ-তলে সমর্পণ।
নদীর মতো বৃষ্টি-জলে পুঁজি না চাও,
নিঃসীম হও, সীমার পাছে কভু না ধাও।
তিক্ত-মুখী সাগর ছিল মুক্ত থল,
গ্রহণ করি তীর সে লাজে হইল জল।
দিগ্বিজয়ী হইতে যদি চাও তুমি,
করতে নত সবায় যদি চাও তুমি,-
মাছের মতো অথৈ জলে বিহার কর,
স্থানের ছোট বাঁধন-শিকল ছিন্ন কর
যেজন দিকের বাঁধন হতে মুক্ত হয়,
আকাশ সম সর্বদিকে ব্যাপ্ত হয়।
গোলাপ গন্ধ যখন ছড়ায় পুষ্পদল
ব্যাপ্ত হয়ে মত্ত করে কানন-তল।
কুঞ্জ-কোণে তোমায় যদি বদ্ধ রাখ,
বুলবুল সম একটি ফুলেই তুষ্ট থাক।
মলয়-সম তুষ্টি বোঝা ক্ষেপণ কর,
আলিংগনে পুষ্প-কানন গ্রহণ কর।
নবীন যুগে বঞ্চন থেকে সতর্ক হও,
তস্কর হতে পথিক ওগো সতর্ক হও।

জন্মভূমি জাতির ভিত্তি নহে

ভ্রাতৃবাঁধন ছিন্ন করেছে এমনি করে
জাতির গঠন রচিয়া জন্মভূমির পরে।
জন্মভূমে সভার জ্যোতিঃ গণ্য করে
মানব জাতে বংশকুলে ছিন্ন করে।
সন্ধান করে 'নরক-কুন্ডে' স্বর্গ পুরী,[১]
নিক্ষেপ করি নিজের জাতে ধ্বংসপুরী।
নির্বাসিল স্বর্গে এ গাছ ভুবন হতে
যুদ্ধ-রূপী তিক্ত ধরে ফল তাতে।
মনুষ্যত্ব কল্প-কথায় হয় নিহিত,
মানব কাছে মানব থাকে অপরিচিত।
আত্ম হৃত, সপ্ত ধাতু অংগ বাকী
মনুষ্যত্ব লুপ্ত কেবল জাত যে বাকী।
যবে রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে ধর্ম-আসন,
পশ্চিমে এই ব্যর্থ তরুর জন্ম-কানন।
খ্রীস্ট-ধর্ম কাহিনী সকল অর্থহীন,
গির্জা-দীপের আলোক হলো দীপ্তিহীন।
প্রধান 'পোপে দুর্বলতা ব্যর্থ করে,
বিচ্যুত হয় সকল গুটি তাহার করে।
ঈসার শিষ্য গির্জাকে পদদলিত করি,
করে 'শূল ধর্মের মুদ্রা অচল খাদে ভরি'
যবে নাস্তিকতা দীর্ণ করে ধর্ম-বেশ,
শয়তানেরই বার্তাবহ করে প্রবেশ।
হয় মিথ্যা-পূজক মেকিয়াভেলি অগ্রসর,

---

১. কুরআন ১৪ : ৩৪

কাজল তাহার দৃষ্টি সবার ধ্বংসকর।
গ্রন্থ রচে রাজন্যদের চলন তরে,
দ্বন্দ্বের বীজ মোদের ভূমে বপন করে।
তিমির পানে ত্রস্ত-গামী প্রতিভা তার,
সত্য শতধা-ছিন্ন আঘাতে লেখনী তার।
আযর সম মূর্তি-গড়ন ব্যবসা তার,
নকশা নব সৃষ্টি করে মানস তার।
রাষ্ট্র শুধু ধর্মে নব উপাস্য তার,
নিন্দিতে করে প্রশংসিত চিন্তা তার।
চুম্বে যখন সে উপাস্যের চরণখানি,
সত্যে যাচে নগদ লভ্য' কষ্টি টানি
শিক্ষাতে তার মিথ্যা লভে' উন্নতি
হয় প্রতারণাই সূক্ষ্ম কলা কূটনীতি।
চেষ্টা যেমন, অন্তিম তার দুষ্ট তথা,
কন্টক এই কালের পথে ছড়ায় হেথা।
বিশ্বের চোখে অন্ধ তিমির জাল ধরে,
কৌশল রূপে কপট নীতির ছল ধরে।

মুসলিম জাতির অস্তিত্ব যুগবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে

কেননা এই মহান জাতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ঐশী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে

বসন্তে ঐ বুলবুলেরই উল্লসিত পুলক-কেলি'
নবীন রাগে পুষ্প-কোরক জাগছে পুনঃ ঘোমটা মেলি।
নবীন বধূর সলাজ শোভায় সজ্জিত ওই কোরক-মালা,
মাটির বুকে দীপ্ত নগর জ্বলছে যেন তারার মেলা।
নিশির শিশির অশ্রু-কণা সবুজ ঘাসের চরণ ধোওয়ায়,
স্রোতস্বিনীর কল-কাকলী মধুর তানে নিদ্রা পড়ায়।
শাখার বুকে রক্তরাগে কোরক যবে পুষ্পিত হয়,
সোহাগ ভরে জড়ায় তারে আলিংগনে দখিন মলয়
চয়নকারীর হস্তে কুসুম রক্ত রাগে রঞ্জিত হয়।
সুবাস সম কানন হতে বায়ুর সনে নির্গত হয়।
নীড় রচে ওই বনের ঘুঘু বুলবুল দূরে যায় উড়ে,
শিশির-কণা আস্তে নামে সুবাস ছুটে খুব দূরে।
ক্ষণিক-জীবী শতেক লালা কুসুম যদি নেয় বিদায়,
বসন্তেরই ফুলের মেলায় রূপ-সুষমা লয় না পায়।
যতই ক্ষতি হোক না কেন ফুরায় না কো বিত্তব তার,
ফুলের মেলায় মোহন রূপের হাসির ঝলক নাচে আবার।
পুষ্প-ঋতু স্বল্প-জীবী শিউলি থেকে অধিক স্থায়ী,
গোলাপ যূথী চম্পা থেকে জীবন তাহার অধিক স্থায়ী।
জন্মদানে মাণিক আজো মাণিকপালক মণির খনি,
একটি মাণিক চূর্ণ হলে শূন্য না হয় মণির খনি।
প্রভাত গেল পূর্ব হতে, পশ্চিম হতে সন্ধ্যা যায়,

শতেক দিনের পাত্র কালের শুঁড়ির ভাঁটে লুপ্ত হায়।
শরাব অনেক পান করা হয় আঙুরী মদ রয় বাকী
বিগত কল্য নিহত যদি বা আগামী কল্য রয় বাকী।
ব্যক্তি দলিত ধ্বংস-প্রাপ্ত লুপ্ত-চিহ্ন যদি বা হয়,
দৃঢ় করে অধিক স্থায়ী, জাতির গঠন শক্তিময়।
বন্ধু যদি বা বৈদেশে যায় অন্তরে তার থাকে খাতির
ব্যক্তি যদি বা রাস্তায় ঘোরে চিরস্থায়ী ভিত জাতির।
সত্তা তাহার পৃথক বটে ধর্ম তাহার অন্যরূপ।
জীবন-ধারা ভিন্ন বটে মরণ-ধারা অন্যরূপ।
উদ্ভূত হয় ব্যক্তি শুধু-মুষ্টিখানিক মৃত্তি হতে
জীবন লভে সত্তা জাতির হৃদয়-বাণের অন্তরেতে।
ব্যক্তি-জীবন দৈর্ঘ্য কেবল ষাট-সত্তর বছর কাল,
জাতির জীবনে শতেক বছর একটি নিমেষ নিশাস কাল।
জীবন্ত রয় ব্যক্তি-বিশেষ প্রাণ ও দেহের সমন্বয়ে,
জীবন্ত রয় ব্যক্তি সত্তা জাতির সত্য-বিধান-শরণ লয়ে।
ব্যক্তি জীবন মৃত্যু লভে জীবন-ধরা শুষ্ক হলে,
জাতি জীবন মৃত্যু লভে সত্য-লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলে।
ব্যক্তির মতো যদিও জাতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়,
নিয়তির ডাক যখন আসে বিনত শিরে মানিতে হয়।[১]
মুসলিম জাতি বিশ্ব-পিতার বিস্ময়কর নিদর্শন,
'তুমিই প্রভু' বাণীর উপর ভিত্তি তাহার অকম্পন।[২]
নিয়তি বিধান তাহার তরে নয় ত কভু ধ্বংসকর,
'আমরা পাঠাই' বাণীর জোরে সত্তা তাহার অনশ্বর।[৩]
'স্মৃতির সত্তা চিরস্থায়ী স্মারক যদি রয় বেঁচে।
স্থায়িত্বে তার স্মারক জীবন কালের ভালে রয় বেঁচে।
'নিভাতে চায় খুদার জ্যোতিঃ অবতীর্ণ যখন হয়
প্রদীপখানি তখন হতে নির্বাণ-ভয়-মুক্ত হয়।[৪]

---

১. কুরআন– ৭ ঃ ৩২
২. কুরআন – ৭ ঃ ১৭১
৩. কুরআন– ১৫ ঃ ৯
৪. কুরআন– ৯ ঃ ৩২

এমন জাতি সত্য-পূজায় পূর্ণ গুণী খুঁৎ-বিহীন,
এমন জাতি সবার প্রিয় হৃদয় বাণের হিয়ায় লীন।
সত্য প্রভু মুক্ত করেন তীক্ষ্ণ-ফলা এ তলওয়ার,
'খলীল' হিয়ার গুপ্ত কোষে লুপ্ত ছিল যাহার ধার।

যেন জীবন্ত হয় তাহার বরে সত্যিকারের মর্মবাণী
তার বজ্র দ্যুতি ভস্ম করে অসত্য আর মিথ্যাখানি।

আমরা খুদার তাওহীদেরই প্রমাণ বটি সত্যিকার,
গ্রন্থ খুদার রক্ষা করি রহস্য ও প্রজ্ঞা তার।
গগন মোদের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বন্দ্ব রণে লিপ্ত রাখে,
ক্ষেপণ করে ধ্বংস-প্রিয় ক্রুদ্ধ 'তাতার' যুদ্ধ মুখে।
উপদ্রবের পদশৃঙ্খল মুক্ত করি মোদের তরে,
যাচাই করে শক্তি তাহার মুক্ত মোদের শিরের পরে।
উপদ্রবে পর্যুদস্ত প্রলয় ঘনায় দীর্ণ বুকে,
তার দৃষ্টি শরে বিদ্ধ যেজন প্রলয় নামে তাহার চোখে।
সংখ্যাবিহীন শংকা থাকে সুপ্ত তাহার বক্ষোপরে,
জন্ম না দেয় কল্য তাহার অরুণ ঊষা অদ্য ভোরে।
মুসলমানের শক্তি-প্রতাপ লুণ্ঠিত হায় রক্ত ধূলায়।
দর্শন করে বাগদাদ যাহা দেখে নাই রোম তাহার বেলায়।
বক্র-গতি চক্র-নভে শুধাও তুমি দৃঢ় স্বরে,
কল্পনা সে কোন্ সে নব গড়বে এ সব ধ্বংস পরে?
'তাতার' জাতির অগ্নি-শিখা পুষ্প কানন কোথায় গড়ে।
উষ্ণীষে কার গোলাপ হয়ে ফুটল শিখা? কাহার বরে?[১]
ইবরাহীমের স্বভাব মোদের বিশ্বাসে তাই পূর্ণ বুক,
ইবরাহীমের মতোই মোদের প্রভুর সাথে নিগূঢ় যোগ।
বহ্নি-শিখার ভস্ম-তলে ফুটাই মোরা রক্ত-গোলাপ,
প্রতি নমরূদ রচিত অগ্নি করে নিই মোরা লাল গোলাপ।

---

১. হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে নমরূদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল এবং উহা গোলাপ কুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি ছত্রে। (কুরআন ২১ ঃ ৬৮—৬৯)

যুগ-বিপ্লব-অগ্নিশিখার ধ্বংসকারী রূপ কঠোর,
পরিণত হয় মধু বসন্তে পৌছে যখন কুঞ্জে মোর।
প্রতাপশালী রোমকগণের বিজয়-গর্ব রয় না আর,
দিগ্বিজয় ও বিশ্বশাসন চিরন্তও রয় না আর।
স্ফটিক-প্রভা সাসানীদের নিমজ্জিত রক্ত-ধারায়,
পান-বিলাসের রঙ্গভূমি গ্রীক-দীপ্তি লুপ্ত ধরায়।
মহাকালের পরীক্ষাতে বিফল হলো মিসর দেশ,
পিরামিডের গর্ভ-মাঝে গুপ্ত তাহার অস্থি-শেষ।
আযান-ধ্বনি জাহান মাঝে যাইবে শোনা চিরন্তন,
মুসলিম জাতি জগত জুড়ে রইবে বেঁচে চিরন্তন।
বিশ্বধরার প্রাণ-রহস্য প্রেমের মাঝে লুপ্ত রয়,
বিভিন্ন সব উপাদানের করছে উহা সমন্বয়।
মোদের হিয়ার দহন-জ্যোতি রক্ষা করে প্রেমের প্রাণ,
'লা-ইলাহার অগ্নি-শিখায় উজল তাহার দীপ্ত প্রাণ।
যদিও কাঁটায় বেঁধা কোরক-সম বিপন্ন দিল রক্ত-ক্ষরা।
মৃত্যু মোদের পুষ্পবনে শুষ্ক মরু করবে ত্বরা।

জাতির শৃঙ্খলা আইন ব্যতীত রূপায়িত হয় না; মুসলিম জাতির একমাত্র আইন ঃ কুরআন

মিল্লাতেরই হস্ত হতে কানুন যদি শিথিল হয়,
অঙ্গ তাহার চূর্ণ হয়ে ধূলায় লুটে, ভস্ম হয়।
মুসলিম জাতি, সত্তা তাহার ন্যস্ত বিধান-ভিত্তি' পর,
নবীর ধর্ম-রহস্য এই অন্য কিছুর নাইক' ভর।
বিধান-মতে সজ্জিত দল প্রস্ফুটিত পুষ্প-রূপে,
বিধান-মতে সজ্জিত ফুল পরান হরে গুচ্ছ-রূপে।
নিয়ন্ত্রিত ধ্বনির দ্বারা জন্ম লভে মধুর সুর,
শৃঙ্খলাহীন ধ্বনি শুধু কর্ণপীড়া দেয় বেসুর।
বক্ষে মোরা যে-শ্বাস টানি তরঙ্গ তাই বায়ুর ধারা,
বাঁশীর মাঝে সেই তরঙ্গ সৃষ্টি করে সুরের ধারা।
কানুন তব কিরূপ এবং কেমন তাহা জানছ কি ?
গগন-তলে গোপন কোথা ? তোমার শক্তি-উৎস কি ?
সেই যে কিতাব যিন্দা বাণী জ্ঞানের আকর কুরানখানি
চিরন্তন প্রজ্ঞা তাহার অবিনশ্বর সত্য বাণী।
বক্ষে তাহার অমর জীবন অর্জনেরই রহস্য রয়,
তরল-মনা শক্তিতে তার স্থৈর্য লভে চির অক্ষয়।
অক্ষরে তার সন্দেহ নাই[১] পরিবর্তন নাই বাণীর[২]
আয়াত তাহার প্রত্যাশী নয় ব্যাখ্যা কি বা টিপ্পনীর।
অপক্ব প্রেম পক্বতা পায় পবিত্র হয় তাহার বরে,
কাঁচের পিয়ালা টক্কর লয় শিলার সাথে সাহস ভরে।
পদ-শৃঙ্খল ভঙ্গ করি মুক্ত করে বন্দী জনে,

---

১. কুরআনের আয়াত – ২ ঃ ১

২. কুরআনের আয়াত - ১০ ঃ ৬৫

বন্ধনকারী চরণে তাহার আশ্রয় মাগে শঙ্কা-মনে।
মানব জাতির মুক্তি তরে ঐশী বাণী সর্বশেষ,
'নিখিল বিশ্ব-আশীষ' যিনি বহন করি করেন পেশ।[১]
ভাগ্য-বিহীন ভাগ্য লভে বিশ্বমাঝে দয়ায় তার,
মস্তক-নত বান্দা যত উচ্চে তুলে শির তাহার।
তস্কর বহু মুর্শিদ হয় হিফজ করি পুণ্য বাণী,
নগণ্যকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা দেয় কিতাবখানি।
উদ্ধত সব মরুর মানুষ এক প্রদীপের কিরণ ধরি।
মগজে তার জ্বালায় শিখা জ্ঞান-বিজ্ঞান মন্থন করি।
বিশাল পাহাড় গুরুভার যার সক্ষম নয় করিতে বহন।[২]
প্রতাপ যাহার গ্রহ-তারকার পাষাণ বক্ষ করে বিদারণ
দর্শন কর কেমন মোদের সকল আশার উৎস-মূল,
গ্রহণ করে বক্ষে তাদের মোদের কোমল বালক-কুল।
হৃদয়-দাহক সলিল-বিহীন শুষ্ক মরুর বক্ষ মাঝে,
তপ্ত রোদে রক্ত-নয়ন পথিক চলে শ্রান্ত সাজে।
মৃগ-লাঞ্ছিত উষ্ট্রের গতি শুষ্ক মরুতে চলে নাই বিরাম,[৩]
অগ্নির মতো তপ্ত তাহার নিঃশ্বাস চলে, বিরাম।
নিক্ষেপ করে খর্জুর-তলে নিদ্রার তরে রাত্রিবাস,
যাত্রার ডাকে জাগ্রত পুন: অরুণ যখন পুব আকাশ।
চির-মরুচারী গৃহ ও দ্বারের আশ্রয় তার নাই জানা,
সভ্য-নগর শান্ত-গাঁয়ের স্থায়ী আশ্রয় নাই জানা।
কিন্তু তাহার হৃদয় যখন কুরআনের তেজে দীপ্ত হলো,
উদ্ধত-ফণা ঊর্মিমালা মুক্তার মতো শান্ত হলো।
শিক্ষা করিয়া ভাস্বর পূত জ্ঞানের সবক আয়াতে তার,
দাস ছিল যেই প্রভু হলো সেই, এমনি মহান প্রভাব তার।
সেতার তাহার জগজ্জয়ী নূতন সুরের সৃষ্টি করে,
জমশীদের সে সিংহাসনও কম্পিত তার চরণ ভরে।
শহর নগর সৃষ্টি হলো তাহার চরণ-ধূলার বরে,

---

১. কুরআনের আয়াত ২১ ঃ ১০৭

২. ঐ ৩৩ ঃ ৭২

৩. جمازه ঃ উষ্ট্রী।

শতেক বাগান উঠল গড়ে এক বাগিচার গোলাপ ভরে।
আচার প্রথার বন্দীখানায় শৃংখলিত ঈমান তব,
কাফির সুলভ চালচলনে বন্দী থাকে ধর্ম তব।
'কর্তন করি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিষয়' তব ধরার পর,[১]
'ঘৃণ্য পরিণতি'র পথে নিজেই হলে অগ্রসর।[২]
মুসলিমরূপে জীবন যদি যাপন করতে চাও ধরায়,
সম্ভব নয় জীবন ধারণ কুরআন ছাড়া এই ধরায়।
পশমী-বাসে সুজন সূফী ভাবের ঘোরে আত্মহারা,
কাওয়ালীরই সুরের সুধায় মত্ত তিনি আত্মহারা।
অন্তরে তার বহ্নি জ্বাল 'ইরাকীর সে কাব্য অমর,[৩]
তার দ্বারেতে আমল না পায় কুরআনেরই বাক্য অমর।
মুকুট এবং সিংহাসনের মাদুর টুপি নেয় গো স্থান,
দারিদ্র্য তার আদায় করে 'খানকা' হতে শুল্ক মান।
কিচ্ছা কথার ব্যাখ্যা দিয়ে করেন কভু ধর্ম প্রচার,
কথার বাহার শুধুই তাতে নাই কো সত্য অর্থ সার
খতীব এবং দায়লামীরই[৪] বাক্য শুধু পুঞ্জি তার,
দুর্বল আর বিরল হাদীস শুনবে সদাই কণ্ঠে তার।[৫]
খুদার বাণী মহান কিতাব নিত্য কর অধ্যয়ন,
পূর্ণ হবে কাম্য তব, সার্থক তব জীবন পণ।

১. কুরআনের আয়াত, ২৩ ঃ ৫৫
২. ঐ ৫২ ঃ ৬
৩. মরমী পারস্য কবি 'ইরাকী; মৃ. ১২৮৯ খৃ.
৪. খতীব দায়লামী দুইজন মুহাদ্দিসের নাম।
৫. দুর্বল ضعيف বিরল شاذ হাদীসের শ্রেণীবিশেষ।
ইহাদের প্রামাণিকতা সন্দেহযুক্ত।

পতন-যুগে স্বাধীন অনুসন্ধান অপেক্ষা বিশ্বাসমূলক অনুসরণ শ্রেয় ঃ

আজিকের যুগে অনেক আপদ রয় গোপন,
আহবান করে ঝঞ্ঝা, স্বভাব তার কোপন।
প্রাচীন জাতির দরবার আজ লক্ষ্যহীন,
জীবন-তরুণ সবুজ শাখা রস-বিহীন।
বাহ্য চমক আত্মা মোদের বিমূঢ় করে,
মোদের বাদ্য-যন্ত্রগুলি বেসুর করে।
হৃদয় হতে বহ্নি প্রাচীন হরণ করে,
'লা-ইলাহা'র অগ্নি-জ্যোতিঃ হরণ করে।
জীবন-গঠন পঙ্গু যখন মুহ্যমান
হয় 'তকলীদ' করে জাতির সত্তা শক্তিমান।
পিতৃ-পথে গমন কর, ঐক্য মত
'অনুসরণ' জাতির শক্তি, ঐক্য পথ।
হেমন্তে তুই অভাগা ফল পুষ্প-হারা
নয় বসন্তেরি আশায় তরু উচিত ছাড়া।
হারিয়ে সিন্ধু অধিক ক্ষতি বারন্ কর
তব ক্ষীণ-স্রোতা ক্ষুদ্র নদী রক্ষা কর।
হয়ত পুনঃ শৈল-প্লাবন বইবে জোরে,
তরঙ্গময় ঝড়ের মুখে ফেলবে তোরে।
সূক্ষ্ম-দৃষ্টি প্রাণ যদি রয় অঙ্গে তব
লও ইস্রাঈলের নিদর্শনে শিক্ষা নব।
তপ্ত-শীতল চক্র কালের লক্ষ্য কর,
তাদের সূক্ষ্ম প্রাণের দুঃখ গভীর লক্ষ্য কর।
মন্থর বেগে রক্ত বহে শিরায় তাহার,
শত দেউলের পাষাণ-রেখা ললাটে তার।
কালের পাঞ্জা দ্রাক্ষা-সম পিষল তাকে,
হারূন এবং মূসার স্মৃতি অমর থাকে।
তপ্ত তাদের সংগীত আজ বহ্নি-হারা।

কিন্তু তাদের বক্ষে আজো প্রাণের সাড়া।
কিন্তু যদি জাতির বাঁধন চূর্ণ হয়
পূর্বগামীর পন্থা ছাড়া পথ না লয়।
দরবার তোর প্রাচীন গেল ভঙ্গ হয়ে,
জীবন-প্রদীপ বক্ষে গেল সাঙ্গ হয়ে–
তওহীদেরই মর্ম হৃদে খোদাই কর,
তকলীদেরে পন্থা-রূপে গ্রহণ কর।
চিন্তা স্বাধীন পতন-যুগে জাতির তরে
অধঃপাতের অধঃস্তরে ক্ষেপণ করে।
মূর্খ-জ্ঞানীর সন্ধান-ফল ভয়ংকর,
পূর্বগামীর পন্থা বরং শ্রেষ্ঠতর।
পিতৃকূলের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়নি তবু
পুণ্যকর্মা, স্বার্থলোভী হয়নি কভু।
চিন্তা তাদের চিত্র বোনে সূক্ষ্মতর,
সদাচার তার যতই নবীর নিকটতর।
জা'ফর-নিষ্ঠা,[1] রাযীর[2] সাধন নাই যে বাকী,
আরব জাতির আদি সম্ভ্রম নাই যে বাকী।
সংকুচিত পন্থা মোদের ধর্মপথে
কেননা ইতর রাজে ধর্ম-জ্ঞানের মর্মরথে।
ধর্ম-জ্ঞানের মর্ম বাণী হে অজ্ঞজন,
বিজ্ঞ হলে পুণ্যবিধির নাও গো শরণ।
জাতির নাড়ী যাদের জানা, রাষ্ট্র করে
বিভেদ তব জীবন-ঘাতী জাতির তরে।
এক বিধানে মুসলিম থাকে জীবন্ত,
জাতি দেহ কুরআন দ্বারা জীয়ন্ত।
আমরা মাটি চেতন হৃদয় সেই শুধু;
সামলে ধর 'খুদার রশি'[3] সেই শুধু।
মুক্তা সম যুক্ত ডোরে তার আবার
নইলে ধূলার মতন উড়ে হও সাবাড়।

---

১. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস জা'ফর আস-সাদিক, মৃ. ৭৬৫ খৃ.।

২. ইমাম রাযী, মশহুর তফ্‌সীরকার, মৃ. ১২০৯ খৃ.।

৩. কুরআনের আয়াত, ৩ ঃ ৯৮

খুদার আইন অনুসরণ দ্বারাই জাতীয় চরিত্র দৃঢ়তা লাভ করে

শরা'য় ভিন্ন অর্থ করো না অন্বেষণ,
মুক্তায় জ্যোতি ঃ ভিন্ন করো না অন্বেষণ।
স্বয়ং খুদাই পাকা মণিকার এ মুক্তার,
বাহির এবং অন্তর সম-দীপ্ত তার।
সত্যের জ্ঞান শরী'আত ছাড়া নয় কিছু
সুন্নত সে যে প্রেম ছাড়া আর নয় কিছু।
শরী'আত পূত য়াকীন সোপান ব্যক্তি তরে
আস্থা মনের দৃঢ়তার কার স্তরে স্তরে।
মিল্লাত লভে আইনের দ্বারা সংগঠন,
শৃংখলা করে জাতির সত্তা চিরন্তন
প্রজ্ঞায় তার শক্তির হয় সুপ্রকাশ
'মূসার 'আসা এবং হস্ত স্বপ্রভাস'।[১]
তোমায় বলি, শরাই ধর্ম-রহস্য,
শরা'ই আদি শরা'ই অন্ত-রহস্য।
ধর্ম জ্ঞানের রক্ষক তুমি বিজ্ঞজন
দীপ্ত শরা'র নিগূঢ় তত্ত্ব কর শ্রবণ।
শ্রেয়ঃকর্ম করতে বাধা অকারণে
দেয় যদি বা কখন কোন মুসলমানে,
ফরয হবে অবশ্য তা করণীয়;
শক্তি শুধুই জীবন-উৎস বরণীয়।
যুদ্ধ-দিনে শত্রু-সেনা যদি কখন
সন্ধি আশে নির্ভাবনার লয় শরণ
সহজভাবে কর্তব্য তার করে গ্রহণ

---

১. কুরআন শরীফে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর দুইটি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত, ২০ ঃ ২০-২৩

দুর্গ-প্রাচীর রক্ষা-ধারা করে নাশন,
রক্ষীসেনা না করলে ফের অস্ত্র ধারণ
নিষিদ্ধ তার সর্বদা হয় দেশাক্রমণ।
জান কি এই ঐশী বিধির গোপন কারণ ?
বিপদ মাঝে বাঁচাই শুধু আসল জীবন।
ধর্ম চাহে যখন যুদ্ধে গমন কর
পাষাণ ভেদি তীব্র শিখা দীপ্ত কর।
করে পরীক্ষা সবল তব বাহুর বল
আলবন্দ[1] সম পর্বত রোধে যাত্রী দল।
বলে চূর্ণ করি সুর্মা বানাও পাহাড়টাকে
অসির তাপে দ্রবণ কর পাহাড়টাকে।
কৃশ দুর্বল শংকিত মেষ ভোগ্য নয়,
ব্যাঘ্র-নখর-শিকার হবার যোগ্য নয়।
যদি বাজপাখি চড়ুই শিকারে তুষ্ট হয়,
শিকারের চেয়ে শিকারী তখন তুচ্ছ হয়।
বিধান-কর্তা ভালো-মন্দের মালিক যিনি
শক্তি-লাভের শ্রেষ্ঠ বিধান দিলেন তিনি।
হবে পরিশ্রমে স্নায়ু তব লৌহ-প্রায়
মর্যাদা তোর হইবে উচ্চ এই ধরায়।
যখমী হইয়া হও গো তুমি শক্তিমান
পক্ক এবং শক্ত হবে যথা পাষাণ।
নবীর ধর্ম জীবন-ধর্ম যথার্থ
জীবন-বিধির ভাষ্য শরা' যথার্থ।
মাটির নরে তুলবে উহা আসমানে
সত্যের সাঁচে গড়বে তোমায় স্বজ্ঞানে।
তার শান-পাথরে মুকুর করে প্রস্তরে
দীপ্ত করে মরচে-ধরা লৌহরে।
নবীর পন্থা হস্তচ্যুত যখন হয়
জাতির সত্তা-রক্ষা-তত্ত্ব লুপ্ত হয়।
ঋজু-দেহ আর উচ্চ-শির সেই চারা-
উষ্ট্র-সওয়ার মরু-মুসলিম ভয়-হারা

১. ইরানের একটি পাহাড়ের নাম।

বাত্‌হার[1] বুকে প্রথম চরণ ক্ষেপণ করে
মরুর তপ্ত নিঃশ্বাস যারে লালন করে
এমন শীর্ণ করল তারে পারস্য বায়
কঞ্চির ন্যায় করল তারে পারস্য বায়।
সিংহ যেজন করত হনন মেষের ন্যায়
পায়ের তলে পিঁপড়া পিষে ক্ষুব্ধপ্রায়;
তকবীরে যার পাথর গলে' হইত জল
বুলবুলেরই গানের সুরে সে বিহ্বল।
পর্বতে যার উদ্যম গণে খড়ের প্রায়,
ভাগ্যের দ্বারে অর্পণ করে হস্ত পায়।
ওয়ার যাহার কাটত হাজার শত্রুকুল,
নিজের বক্ষ-স্পন্দনে কাঁপে হৃদয়-মূল।
বিচরণ যার শত সংগ্রাম অংকিত করে
সে গুটায়ে চরণ অলস জীবন কাটায় ঘরে।
ফরমান যার বিশ্বের তরে অলংঘ্য,
ইসকান্দর ও দারা নমে যারে অসংখ্য,
প্রয়াস তাহার অনায়াসে আজ সন্তুষ্ট,
গর্ব তাহার ভিক্ষার দানে সুপুষ্ট।
শেখ আহমদ সাইয়িদ নভঃ গৌরব-রবি[2]
যার প্রতিভার দীপ্তি-প্রভায় ভাস্বর রবি-
সৌরভময় গোলাপ শোভে কবর বুকে,
কলিমা-ঘোষক উত্থিত তার ধূলির বুকে।
শিষ্যজনে বলেন তিনি, – "বৎস প্রিয়,
পারস্যেরই চিন্তাধারা বর্জনীয়।
মনন তাদের উঠছে যদিও গগন ছেদি
কিন্তু গেছে নবীর ধর্ম-বৃত্ত ভেদি।"
ভ্রাত ঃ প্রিয়, এই উপদেশ শ্রবণ কর,
জাতির প্রিয় নেতার কথা শ্রবণ কর।
সত্য প্রভায় অন্তর কর শক্তিমান,
হও আরব পন্থা গ্রাহক খাঁটি মুসলমান।

---

১. মক্কার অপর নাম বাত্‌হা।
২. বিখ্যাত সূফী ও ধর্ম-প্রচারক শায়খ আহমদ রিফা'ঈ।

নবীর চরিত্র অনুসরণেই জাতীয় চরিত্র পূর্ণতা লাভে সমর্থ

যমের মতো নাছোড়-বান্দা ভিখারী হীন
টক্কর মারে আমার দ্বারে বিরামহীন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভাঙ্গি লগুড় মাথায় তার,
ধূলায় লুটে ভিক্ষার ধন অন্ন তার।
যৌবনকালে বুদ্ধি যখন রহে কাঁচা,
শক্ত বটে বিচার করা মিথ্যা সাচা।
লক্ষ্য করি স্বভাব মম ধৈর্য-হীন।
মর্ম ভেদি' দীর্ঘ নিশাস বক্ষে ওঠে,
শংকিত তার অন্তরে ভীত কম্প ওঠে।
দীপ্ত তার চক্ষে চমকে পড়ল ঝরে',
ভ্রুকুর শীর্ষে হঠাৎ চমকে পড়ল ঝরে'।
ত্রস্ত পাখী শীতের আগে নীড়ের ছায়ে
শংকিত যথা কম্পিত হয় উষার বায়ে,
মম অবোধ পরান অংগে কাঁপে তেমনি, হায়,
ধৈর্য-লায়লা পালকি হতে পালিয়ে যায়।
বলেন, কল্য শ্রেষ্ঠ নবীর সুশিষ্যগণ
একত্রিত বিশ্ব-প্রভু-সভায় যখন
বীর মুজাহিদ দীপ্ত দীনের পক্ষে তাঁর
রক্ষণকারী সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা তার,
শহীদবৃন্দ সত্যধর্ম-প্রমাণ যাঁরা
মিল্লাতের-গগন-ভালোই উজল তারা,
সংসার-ত্যাগী খুদার প্রেমিক ব্যথিত মন
বিদ্বান, পাপী, লজ্জিত সব ভ্রান্ত জন,
সম্মেলনে উঠবে যবে উচ্চ শোর
বেদনপূর্ণ এই ভিখারীর কান্না জোর,

পন্থা যাহার বাহন বিনে ঘোর কঠোর,
প্রশ্নে নবীর কি হবে হায় জবাব মোর!
"মুসলিম যুবা দিলেন খুদা হস্তে তোমার
বঞ্চিত কেন শিক্ষা হতে রহে আমার ?
তোমার দ্বারা একটি সহজ কর্ম না হয়,
সেই মাটির ঢেলা মানুষ রূপে শিক্ষা না লয়।"
সেই মহানের এমনি কোমল তিরস্কার
লজ্জা, আশা, শংকাতে মোর হৃদয় ভার।
একটুখানি বৎস তুমি মনন কর,
শ্রেষ্ঠ নবের শিষ্য-মিলন স্মরণ কর।
আবার মম শুভ্র শ্মশ্রু দর্শন করে,
শংকা-আশার কম্প মম দর্শন কর।
পিতার প্রতি অন্যায় যেন করো না তুমি,
খুদার কাছে লজ্জিত দাসে করো না তুমি।
সতেজ কলি কুঞ্জ-শাখায় মুস্তফার।
পুষ্পিত হও মলয় বায়ে মুস্তাফার।
তাঁর বসন্তেরই বর্ণ-গন্ধ গ্রহণ কর
তাঁর চরিত্রেরই স্বর্ণ-ভূষণ গ্রহণ কর।
কত সুন্দর বলেন রূমী মহান স্বরে—
বিন্দু যাহার সিন্ধুর জ্ঞান ধারণ করে—
"কাটিস না হায় যুগ-সংযোগ শেষ নবীর,
অতি নির্ভর করিস না তোর জ্ঞান-গতির।"
মুসলিম ধারা 'পাদমস্তক স্নেহময়,
বিশ্বে তাহার হস্ত-জিহ্বা আশীষময়।
অঙ্গুলি নির্দেশে যার দ্বি-খণ্ডিত চন্দ্র হয়,
আশীষ মহান ভদ্রতা তার সর্বময়।
যদি পবিত্র তাঁর ক্ষেত্র হ'তে যাও পড়ে'
মোদের জীবন-গোষ্ঠী হতে রও সরে'।
মোদের কুঞ্জ বনের পাখী যখন তুমি
একই ভাষায় সমস্বরে গাইবে তুমি।
যদি সংগীত থাকে কণ্ঠে তব, একক না গাও,

মোদের কুঞ্জ-শাখা বিনে কোথাও না গাও।
প্রতিভার ধন থাকেও যদি জীবন-ঘটে
পরিবেশ যদি প্রতিকূল তার মৃত্যু ঘটে।
হও বুলবুল যদি কুঞ্জে মোদের উড়বে তুমি
একই সুরের গায়ক সাথে গাইবে তুমি।
হও ঈগল যদি, সিন্ধু-তলে করো না বাস,
মরুর বিজন শরণ ছাড়া করে না বাস।
যদি তারকা হও আপন গগনে দীপ্তি দাও,
নিজের বৃত্ত-বাহিরে চরণ নাহি বাড়াও।
যদি জ্যৈষ্ঠ-মেঘের বিন্দু বারি ধারণ কর,
প্রশস্ত তার কুঞ্জে তাকে পালন কর,
বসন্তেরই শিশির সম যতক্ষণ
করে পুষ্প কোরক বক্ষে ধরি আলিঙ্গন—
গগন-দীপক অরুণ-কিরণ পরশ পেয়ে
যাদু মন্ত্রের মুকুল মুঞ্জরিল বৃক্ষ বেয়ে,
যদি রসটুকু পিষে' বের করে দাও দল হতে
নৃত্য-রুচির মৃত্যু ঘটবে সত্তাতে।
মুক্তা তব একটি বিন্দু জল শুধু,
চেষ্টা তব মরীচিকার ছল শুধু।
ফেল সিন্ধু মাঝে মুক্তা হবে বিন্দু তখন,
জ্যোতিষ্ক-প্রায় দীপ্তি উহার নাচবে তখন।
সিন্ধু-ত্যাগী বৃষ্টি-বিন্দু জ্যৈষ্ঠ মাসের
শিশির-সম শুকায় বক্ষে শুষ্ক মাসের।
মুসলমানের পুণ্য মাটি মুক্তা-সম
তারে নবীর সিন্ধু দীপ্তি দানে উজ্জ্বলতম।
জ্যৈষ্ঠ-বারি-বিন্দু এস বক্ষে তার,
তার সিন্ধু হ'তে মুক্তা তোল লক্ষ বার
সূর্যের চেয়ে বিশ্বে অধিক দীপ্ত হও,
অমর জ্যোতির বিমল বিভায় সিক্ত হও।

জাতীয় জীবনে বাস্তব কেন্দ্রের প্রয়োজন ঃ কা'বাই মুসলিম জাতির কেন্দ্রস্থল

জীবন-ব্যাপার গ্রন্থি আমি মুক্ত করি,
জীবন-গোপন তত্ত্ব আমি ব্যক্ত করি।
কল্প-সম সত্তা-লংঘন ব্যবসা তার,
দিক্ সীমা হতে প্রান্ত গুটান ব্যবসা তার।
বিশ্বে কেমন গৌণ-ক্ষিপ্র জন্ম নেয় ?
সময় কিরূপ অদ্য-কল্য জন্ম দেয় ?
সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকলে দেখ সত্তা আপন,
মূর্খ ওগো, গতির বেগই চিরন্তন।
প্রকাশ করতে অলক্ষ্য তার দীপ্তি-জালে
মশাল তাহার লুপ্ত স্বীয় ধূম্র জালে।
দৃষ্টি যাতে শান্ত দেখে ঘূর্ণন তার
মুক্তা-বক্ষে বন্দিনী হয় ঊর্মি তার।
জীবন-বহ্নি নিঃশ্বসি' নেয় বক্ষপুটে,
লাল লালা ফুলে পরিণত হয়ে বৃক্ষে ফোটে।
ভ্রান্ত চিন্তা অচল তব পঙ্গু প্রায়,
যদি ক্ষণিক বর্ণ-ছটায় ভাব পুষ্প হায়!
জীবন মোদের নীড়-নির্মাতা পক্ষী নহে,
রঙের পাখীও উড়ন ছাড়া অন্য নহে।
খাঁচায় বন্দী, স্বাধীন তবুও আত্মা তার,
গানের সুরে নালিশ জানায় কণ্ঠ তার।
পাখীর উড়ন-বাঞ্ছা ধৌত করে সদা,
তবু নূতন উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত সদা।
জটিল গ্রন্থি বন্ধন করে কার্যে যত,
আবার নিপুণ হাতে সহজ করে বিঘ্ন শত।
প্রবল-গতি জীবন রুদ্ধ কর্দমে

যেন দ্বিগুণ লাগে-চলন-হর্য হরদমে।
সুপ্ত তাহার বেদন জ্বালায় সুর বহু,
আজের পুত্র অতীত-আগাম কাল বহু।
বিঘ্ন সৃজি' অতিক্রমে প্রতিক্ষণে
নূতন সৃষ্টি, সাধন তব প্রতিক্ষণে।
যদিও সৌরভ-সম সর্বদেহ নৃত্যপর,
হয় নিশ্বাস-বায়ু, বাঁধে যখন বক্ষে ঘর।
নিজকে জড়ায় সূত্র টেনে দেহের পরে,
সূতার গুটি গ্রন্থি বাঁধে দেহের পরে।
গ্রন্থি ধরে বীজের মতো পত্র-ফল,
হয় নয়ন মেলে নিজের পানে বৃক্ষ সফল।
বস্ত্র নব মৃত্তি-জলে সৃষ্টি করে,
হস্ত পদ চক্ষু হৃদয় সৃষ্টি করে।
দেহের মধ্যে নির্জনতা খুঁজে জীবন,
কত সম্মেলন সৃষ্টি করে সেই-ই জীবন।
জাতির জন্ম বিধান নীতি এবম্বিধ
জীবন-শক্তি একটি কেন্দ্রে একত্রিত।
বৃত্ত মাঝে কেন্দ্র-সম জীবন দেহে
তার বৃত্তরেখা বিন্দু মাঝে গুপ্ত রহে।
জাতির বাঁধন-শৃঙ্খলা তার কেন্দ্র হতে,
জাতির জীবন অনশ্বর কেন্দ্র হতে।
মোদের গোপন বাণী গোপন রাখে পূর্ণ-গৃহ,
মোদের বেদন মোদের বাদন পুণ্য-গৃহ।
নিশ্বাস-সম বক্ষে উহার লালিত মোরা,
মধুর পরান সেই ত' মোদের, শরীর মোরা।
শিশির তাহার শ্যামল রাখে কুঞ্জ মোদের,
যম্‌যম্ তার সেচন করে ক্ষেত্র মোদের।
তার দীপ্তকণা কিরণ দানে সূর্যকে
তার গগনে নিমজ্জিত সূর্যকে।
উহার দাবির আমরা প্রমাণ অকাট্য
ইবরাহীমের প্রমাণ মোরা অকাট্য।
বিশ্বে মোদের কণ্ঠ করে প্রতিষ্ঠিত–
মোদের নশ্বর অবিনশ্বর সুনিশ্চিত।

দীপ্ত জাতি তওয়াফ দ্বারা সম প্রাণ,
যেমন বন্দী প্রভাত সূর্য করে কিরণ দান।
তার গণনায় বহু অগণ্য এক সমান
ঐক্য বাঁধে আত্ম-সংযম শক্তিমান।
পূণ্য-গৃহের বন্ধনে তুই জীবন্ত,
তওয়াফ য'দিন করবে র'বে জীবন্ত।
জাতির আত্মা ঐক্যে বাঁচে বিশ্ব মাঝে,
মক্কা-শক্তি রহস্য রয় ঐক্য মাঝে।
দীপ্ত-মনা মুসলিম তুমি সতর্ক হও,
মূসার জাতির পরিণামে সতর্ক হও।
যবে কেন্দ্রে করে উক্ত জাতি হাত-ছাড়া,
হয় মিল্লাতেরই ঐক্য বাঁধন যোগ-হারা।
নবীর কোলে লালিত মহান সে গোষ্ঠীর,
জানে ব্যক্তি যাহার গোপন বাণী, সমষ্টির,-
হঠাৎ কালের চক্রে পড়ি ধ্বংস হয়,
রক্ত ক্ষরি' নয়ন হতে মৃত্যু হয়।
তার পত্র-লতা দ্রাক্ষা-কুঞ্জে শুষ্ক হয়
রুক্ষ বেতও জন্মে না তার মৃত্তিকায়।
হ'য়ে গৃহ-বিহীন লুপ্ত হইল মুখের ভাষা,
রিক্ত হয়েছে কণ্ঠের গান, বাসের বাসা।
দীপ নিভানো, পতংগ তাই মৃত শোকে,
কাহিনী তার কাঁপায় মম মৃত্তিকাকে।
অত্যাচারের অসির ঘায়ে, আহত জনা
ভ্রম সন্দেহ অনুমান জালে বন্দীজনা
পোশাক তব ইহরামেরই বস্ত্র কর,
সন্ধ্যা হতে প্রভাত-আলো সৃষ্টি কর।
পিতৃ-সম সিজদাতে হও নিমজ্জিত,
মগ্ন এমন সিজদাতে যেন রিক্তচিত-
প্রাচীনকালে মুমিন ছিল বিনয়-নত
তাইত' তাহার গর্বে বিশ্ব চরণ-নত।
খুদার পথে কাঁটার ঘায়ে রক্ত-চরণ
উষ্ণীষে তার রক্ত-গোলাপ রম্য ভূষণ।

সুস্পষ্ট লক্ষ্যের সাহায্যেই প্রকৃত জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয় ঃ তওহীদের রক্ষা ও প্রসারই মুসলিম জাতির একমাত্র লক্ষ্য

তোমায় শিখাই নিখিল বিশ্ব-গুপ্ত-ভাষা,
জীবন-কর্ম হরফ তাহার বাক্য খাসা।
জীবন যখন লক্ষ্য সাথে যুক্ত হয়
জীবন-কাব্য স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে বয়।
উৎসাহ দেয় যাত্রায় যবে লক্ষ্য মোদের,
ঝড়ের বেগে ত্বরিত ছুটে অশ্ব মোদের,
লক্ষ্য, সে যে জীবন-স্থিতির গুপ্ত বাণী।
চপল জীবন-শক্তি-পারদ কেন্দ্রখানি।
জীবন যখন লক্ষ্য সাথে যুক্ত হয়।
বিশ্ব-ধরার কার্য-কারণ-নিয়ন্তা হয়।
লক্ষ্যপানে পূর্ণ তেজে ধাবন করে
উহার তরে নির্বাচনও ত্যাগ সে করে।
সাগর মাঝে নাবিক চলে কূলের পানে
পন্থা সরল গ্রহণ করে গৃহের পানে।
পরওয়ানাতে চিহ্ন রচে দহন-স্বাদ,
দীপের ধারে ঘুরায় তারে দহন-সাধ।
মজনুঁ যদি ভ্রান্ত ঘুরে বিয়াবানে
লক্ষ্য তাহার অটল থাকে লায়লা পানে।
যদি লায়লা মোদের শহর-প্রেমিক হয় কখন
মরুর বুকে রাখবে না ছাপ মোর চরণ।
পরান-সম লুপ্ত লক্ষ্য মধ্যে কাজের।
নির্ণয় করে নিয়ম গতি লক্ষ্য কাজের।

মোদের শিরায় অধীর চলে রক্তধারা
লক্ষ্য সাধন-প্রচেষ্টাতে সতেজ ত্বরা।
উত্তাপে তার আত্ম দহন করে জীবন,
লালা'র মত লালিম বহ্নি জ্বালে জীবন।
মোর সিতারের মিয্‌রাব সম লক্ষ্য মোর
সর্বশক্তি-সঞ্চয়-কর চুম্বক-ডোর।
করে জাতির হস্ত পদকে ঐক্য শক্তি দান
শতেক নয়নে একই দৃষ্টি করে প্রদান।
প্রিয় যে লক্ষ্য তাহার তরে পাগল হও,
পতংগ প্রায় পরিক্রমক দীপের হও।
কুম্মী গায়ক মধুর সুরে গাইল গান
করি সেতার-তারে সুরের ঘায়ে ব্যাখ্যা দান।[১]
যাত্রী যখন কন্টক তুলে চরণ হতে
অদৃশ্য হয় প্রিয়ের বাহন নয়ন হতে।
হঠাৎ যদি উন্মনা হও ত পলক তরে,
লক্ষ্য তোমার শতেক যোজন পড়বে সরে'।
প্রাচীন সৃষ্টি, বিশ্বভুবন নাম যাহার
মৌল ধাতুর সংযোগেতে সত্তা যার-
বাঁশ ঝাড় শত চাষ করি' এক বংশী হয়
শত নিকুঞ্জ খুন করে লালা লাল-হৃদয়।
নক্‌শা কত অংকন করি' বর্জন করে
শেষে জীবন ফলায় নক্‌শা তব খনন করে।
কত ক্রন্দন সুর জীবন-ক্ষেত্রে বপন করে
শেষে আযানের এক উন্নত সুর বরণ করে;
অনেক দিবস, স্বাধীন সাথে যুদ্ধ করে
নশ্বর যত প্রভুর সংগে ব্যবসা করে-
শেষে ঈমানের বীজ মৃত্তিকা মাঝে বপণ করে
তওহীদ বাণী কণ্ঠে তোমার ঘোষণা করে।

---

১. পারস্য কবি মালিক কুম্মীর কবিতার প্রতি ইংগিত, যার ভাবার্থ ঃ
পায়ের কাঁটা তুলতে গিয়ে প্রিয়ের বাহন যায় সরি'
যদি উন্মনা হই পলক তরে হাজার বছর পিছিয়ে পড়ি।

ধরার ঘূর্ণি-কেন্দ্র-বিন্দু লা-ইলাহ।
বিশ্ব ব্যাপার-অন্তিম ফল-লা-ইলাহ।
আবর্তনের শক্তি দানে চক্রে সেই
সূর্যে দানে দীপ্তি এবং স্থিতি সেই
সাগর-তলে মুক্তা ফলে আভাতে তার
সাগর-বুকে উর্মি নাচে প্রভাবে তার।
তার মলয়-স্পর্শে মৃত্তি'কণা গোলাপ হয়,
তার বেদন-পূর্ণ মুষ্টি ধূলা কোকিল হয়।
দ্রাক্ষা-শাখে অগ্নি-শিখা তার প্রভায়
শরাব-পাত্র-মৃত্তি'ঝলে তার প্রভায়।
সত্তা যন্ত্রে সুপ্ত তাহার মধুর সুর,
যন্ত্র-বাদক, তোমায় খোঁজে নিকট-দূর।
রক্ত-ধারার মতন দেহে শতেক গান
তারের ঘায়ে জাগিয়ে তোল সুরের প্রাণ।
তক্‌বীরেতে তত্ত্ব গোপন তব সত্তার
লক্ষ্য তব লা-ইলাহা রক্ষা প্রচার।
যতেক দিবস বিশ্ব জগৎ না ঘোষিবে খুদার নাম
মুসলিম হয়ে করবে না কো তুমি আরাম।
কুরআন-বাণী জান না কি ? বলেন তোমা
'ন্যায়বান জাতি', "খুদার সাক্ষী" বলেন তোমার।[১]
যুগ-বদনের দীপ্ত প্রভা তুমিই শুধু,
বিশ্ব-মানব-সাক্ষী সাধু তুমিই শুধু।
সূক্ষ্ম জ্ঞানী সবায় মুক্ত আহবান দাও,
'উম্মী' নবীর সকল জ্ঞানের খবর দাও।
'উম্মী' এমন কল্পনা-ভ্রম-মুক্ত বাণী,[২]
'ভ্রান্ত নহে' ব্যাখ্যা করে যাহার বাণী।[৩]
প্রাণী-জগৎ নাড়ী যখন হস্তে ধরে
জীবন-গঠন-রহস্য সব প্রকাশ করে।

---

১. কুরআনের আয়াত ২ঃ১৩৭।

২. হযরত মুহাম্মাদ (স.) 'উম্মী' বা নিরক্ষর হইয়াও পরম জ্ঞানী ছিলেন। কুরআন ৫৩ঃ৩

৩. কুরআন ৫৩ঃ২

এই নিকুঞ্জের পুষ্প-কোরক-দল গত
কলঙ্ক ধোয় পবিত্র হয় প্রাচীন যত।

তার ধর্ম সাথে জীবন যুক্ত এই ধরায়
তার বিধান ছাড়া সম্ভব নয় বাঁচন, হায়!
তোমরা যারা কিতাব তাহার বক্ষে ধর
অধিক বেগে কার্য ক্ষেত্রে ধাবন কর।
মানব চিন্তা মূর্তি-পূজক, মূর্তি গড়ে
হরেক যুগে মূর্তি মানব তালাশ করে
আযর-পেশা আবার সে যে গ্রহণ করে,
নূতন করে মূর্তি আবার গঠন করে।
আনন্দ যার রক্ত পাতে পায় আরাম,
তার পিতৃভূমি, বংশজ্ঞাতি, বর্ণ নাম।
হয় মনুষ্যত্ব বলির পশু মেষের ন্যায়
জরদ্‌গব এই শক্তি-বিহীন দেবতা-পায়।
খলীল-পাত্রে পান করেছ যেই মহান,
খলীল সুধায় রক্ত যাহার দীপ্তিমান,
সত্য-বেশী এ মিথ্যাকে কর হনন
কর 'অস্তিত্ব নাই খুদা ছাড়া' অসি ধারণ,
যুগের আঁধার দূর করিয়া দীপ্ত কর
পূর্ণ যাহা পাইলে তুমি প্রচার কর।[১]
আমি হাশর দিনে কম্পিত তোর লজ্জা ভরে,
যবে সকল যুগের গৌরব-রবি সুধায় তোরে ঃ
'সত্যবাণী আমার কাছে পাইলে তুমি,
প্রচার কেন করলে না তা বিশ্বে তুমি ?'

---

১. কুরআনের আয়াত ৫ ঃ ৫

জাতীয় জীবনের সম্প্রসারণ নির্ভর করে বিশ্ব-প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণের উপর

দৃশ্যাতীতের সঙ্গে চুক্তি করলে যে জন
প্লাবন সম তীরের বাঁধন ভাঙালে যে জন,
মৃত্তি'-ভেদী বৃক্ষ-সম আলোক খোঁজ,
উহ্য সাথে হৃদয় বাঁধ, বাহ্যে যোঝ।
ব্যক্ত সত্তা ব্যাখ্যা করে অদৃশ্যের,
আভাস দানে নিয়ন্ত্রণের অদৃশ্যের।
অন্য সকল নিয়ন্ত্রণের পাত্র শুধু
বক্ষ তাহার তীর ফলকের লক্ষ্য শুধু।
'হও' আদেশে অন্য সকল সৃষ্টি নব,[১]
হয় নিয়াই ভেদী তীক্ষ্ণ যেন ফলক তব।
যদি রজ্জু পরে জটিলতম গ্রন্থি রয়,
মুক্তকারীর হর্ষ তবেই বর্ধিত হয়।
কোরক তুমি ? কুঞ্জে স্বীয় ব্যাখ্যা কর;
শিশির তুমি ? সূর্যে স্বীয় অধীন কর।
সক্ষম যদি করতে এ-কাজ ভয়ংকর,
উষ্ণ ফুঁকে বরফ-সিংহ দ্রবণ কর।
বাহ্য জগত জয় করিতে যে জন পারে
অণু হইতে বিশ্ব সে জন গড়তে পারে।
ফিরিশতাদের বক্ষ ছেদন করবে যে তীর
আদমকে তার প্রথম শিকার করবে সে বীর।
বাহ্য গ্রন্থি সেজন প্রথম মুক্ত করে
বর্তমানের জয়ে শক্তি যাচাই করে।
বন-পর্বত, মরু-নির্ঝর, জলস্থল

---

১. খুদার বিশ্ব সৃষ্টিকারী আদেশ كُنْ (হও) কথাটির প্রতি ইংগিত। কুরআন ২ ঃ ১১১ ইত্যাদি।

শিক্ষাদানে সূক্ষ্ম যাহার দৃষ্টি-বল।
আফিং-ঘোরে দীর্ঘ ঘুমে সুপ্ত জন,
কার্য-কারণ বিশ্বে নিন্দা করে যেজন,
উত্থিত হও, মুক্ত কর মত্ত নয়ন,
গাল দিও না, বিধান-অধীন বিশ্বভুবন।
লক্ষ্য তাহার মুমিন আত্মা প্রসার করা
সম্ভাবনা তাহার নব যাচাই করা।
তীক্ষ্ণ হানে দৈব অসি অঙ্গে তব,
দেখবে কি-না রক্ত চলে অঙ্গে তব।
বক্ষ তব কঠিন শিলায় আঘাত কর,
অস্থি তব শক্ত কেমন যাচাই কর।
'সাধু-ভোগ্যা বসুন্ধরা' খুদার বিধি,
তার সমর্পিত দীপ্তি মুমিন-নয়ন-নিধি।
যাত্রী দলের পান্থশালা এই ভুবন,
মুমিন-মুদ্রা-কষ্টিপাথর এই ভুবন।
জয় কর তায়, পরাভূত না হও যেন
মদ্য-সম কুন্ত-গর্ভে না রও যেন।[1]
তব চিন্তা-অশ্ব ধাবন করে তীর বেগে
অতিক্রমে শূন্য একই লম্ফে বেগে।
জীবন-ধারার অভাব শত হাঁকায় তারে
মাটির ধরায় থেকে আকাশ-চারী বানায় তারে।
যেন জয় করিয়া স্বভাব-শক্তি আপন করে
প্রতিভা তোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ করে।
নায়িবে হক্ ধরায় আদম শক্তিশালী
সব ধাতুতে শাসন তাহার শক্তিশালী।
তব সঙ্কীর্ণতা প্রসার লভে ধরাতলে,
উদ্যম তব বাস্তব হয় ধরাতলে।
পবন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া সবেগে ধাও
অর্থাৎ কি-না ত্বরিত উষ্ট্রে বল্গা পরাও।

---

১. কুরআনের আয়াত ২১ ঃ ১০৫

পাষাণ খুনে হস্ত তোমার রক্তিম কর,
সিন্ধু-তলের মুক্তা দ্যুতি গ্রহণ কর।
শতেক বিশ্ব একই নভে লুপ্ত রয়,
কতই সূর্য একটি কণায় গুপ্ত রয়।
রশ্মিতে তার অদৃষ্টেরে দৃষ্ট কর
অবোধ্য সব রহস্যে বোধ-গম্য কর।
দীপ্তি লহ বিশ্ব-দীপক সূর্য হতে,
শূন্য-দীপক বিজলী লহ বন্যা হতে।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা গগন পরে
প্রাচীন জাতি যাদের পূজে শ্রদ্ধা ভরে,
কর্তা ওগো, সবাই তব আজ্ঞাধীন
বশংবদ, পদানত, তোর অধীন।
সন্ধান তব উদ্যম দ্বারা প্রবল কর,
জড় ও চেতন বিশ্বে তুমি অধীন কর।
দৃষ্টি মেলে বস্তু সকল দর্শন কর
সুরায় সুপ্ত উন্মাদনা লক্ষ্য কর।
বস্তু-জ্ঞানের শক্তি যদি কেউ বা লভে
দুর্বল হয়ে শক্তিমানের কর সে লভে।
বাহ্য-সত্তা গুহ্য অর্থ-বিহীন নয়,
এই প্রাচীন, যন্ত্র সুর-সঙ্গীত-রিক্ত নয়।
বজ্র তুর্যে উচ্চকিত তন্ত্র তার
যবে সত্তায় করে মিয্‌রাব রূপে ব্যবহার।
'দর্শন কর' ঐশী বাণীর লক্ষ্য তুমি,[1]
তবু কেন অন্ধের মতো চলছ তুমি ?
স্বয়ং-দীপ্ত গুপ্তজ্ঞানী জলের কণা
দ্রাক্ষা মাঝে মদ্য, পুষ্পে শিশির কণা।
শুক্তি-বুকে সিন্ধু-তলে মুক্তা হয়
তারার মতো অঙ্গ তাহার দীপ্ত হয়।
মলয়-সম পুষ্পদলে না দাও কাঁপন
সন্ধান কর পুষ্প-কানন-মর্ম গোপন।

---

১. কুরআন ৭ ঃ ১৩৯

যেজন বস্তু-জ্ঞানের জালে নিপুণ হয়,
বিদ্যুৎ আর উত্তাপ তার বাহন হয়।
পাখীর মতো শূন্য নভে বাণী ছড়ায়,[1]
মিয্‌রাব ছাড়া যন্ত্রে মধুর সুর বাজায়।
বাহন তব পঙ্গু, হেতু-রাস্তা কঠিন,
জীবন-সংগ্রামের তুমি জ্ঞান-বিহীন,
উপনীত লক্ষ্যে সহযাত্রিগণ
লায়লা-রূপী সত্যে মহান করি' বরণ।
মরু-মাঝে ভ্রান্ত তুমি মজনুঁ-প্রায়
শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যর্থ-মনা নিঃসহায়।
বস্তু-সংজ্ঞা আদম-গর্ব, মর্যাদা তার,[2]
বস্তুর জ্ঞান আদম-রক্ষী দুর্গ-প্রাকার।

---

১. মির্‌যা গালিবের বাণীর শব্দান্তর।

২. কুরআনের আয়াত ২ ঃ ২৯

ব্যক্তির ন্যায় জাতি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেই জাতীয় জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ঃ জাতীয় কৃষ্টি সরংক্ষণ দ্বারাই এই চেতনার সৃষ্টি ও পূর্ণতা বিধান সম্ভব

ক্ষুদ্র শিশু দেখছ কত, দৃষ্টি-প্রবীণ,
যে আপন সত্তা-মর্ম বিষয় চেতন-বিহীন,
দূর ও নিকট সম্বন্ধে সে অবোধ এমন,
চাঁদকে সে যে ধরতে চাহে হস্তে আপন।
মাতৃ-পূজক, অজ্ঞাত তার বিশ্বভুবন
ক্রন্দনরত, দুগ্ধ-মত্ত, নিদ্রামগন।
খাদ-নিখাদের ভেদ জানে না শ্রবণ তার,
শৃঙ্খলেরই ঝঙ্কার শুধু সঙ্গীত তার।
নিষ্পাপ এবং পবিত্র তার কল্পনা আজ
মুক্তার মতো বিশুদ্ধ তার ভাষণ আজ।
চির সন্ধান পুঞ্জি শুধু চিন্তার তার,
'কেন' ও 'কখন' 'কেমনে' 'কোথায়' প্রশ্ন তার।
বিবিধ বস্তু-চিত্র গ্রহণ ভাবনা তার,
পর-সন্ধান, পর-দর্শন ব্যবসা তার।
যদি পিছন হ'তে কৌতুকে কেউ নয়ন ধরে,
পরান তাহার অস্থির হয় শঙ্কা ভরে।
অপক্ক তার চিন্তাধারা যুগের নভে,
যেন মেলছে পাখা বাজের ছানা অসীম নভে।
শিকার-খোঁজে উড়তে তারে দিচ্ছে কভু,
নিজের পানে আবার তারে ডাকছে কভু।
যেন চিন্তাধারা আতশ-বাজীর আলোর ছায়
কল্পনারই ফুলঝুরি তার ফুল ফোটায়।
নিজের' পরে দৃষ্টি শেষে যায় যে থামি'

বুক ঠুঁকে সে তখন বলে এই যে 'আমি'।
স্মৃতি তাহার পরিচয় দেয় নিজের সাথে,
আগত কালকে যুক্ত করে অতীত সাথে।
এ — স্বর্ণ-তারে দিনগুলি তার গ্রথিত হয়,
যেমন — মুক্তাহারে মুক্তারাশি যুক্ত হয়।
যদিও — প্রতি নিঃশ্বাস কমায় বাড়ায় অঙ্গ তার
'যেমন ছিলুম তেমনি আছি' ধারণা তার।
নবজাত এই 'আমি'ই জীবন-উৎসধারা,
জীবন-যন্ত্রে উদ্বোধনের সুরের ধারা।
জাতি — সদ্যোজাত ক্ষুদ্র একটি শিশুর ন্যায়,
মায়ের কোলে নিদ্রিত এক শিশুর ন্যায়।
আপন-সত্তা-বিষয় শিশু অজ্ঞ রয়
পথের ধূলায় মলিন মাণিক যেমন হয়।
আজের সাথে আগামী দিন যুক্ত নয়,
দিন-রজনীর শৃঙ্খল তার চরণে নয়।
সত্তা নয়ন-পুতলি যেমন চক্ষে লীন,
অন্যে দেখে, নিজের তরে দৃষ্টিহীন।
শতেক গ্রন্থি মুক্ত করবে সূত্রে তার,
পৌঁছতে হলে প্রান্ত শেষে সত্তার তার।
হয় — উদ্যম নিয়ে বিশ্বকাজে মগ্ন যখন
নবীন চেতন হিয়ায় লভে স্থৈর্য তখন।
নকশা বহু অংকন করি' বর্জন করে,
কালের বুকে ইতিহাস তার সৃজন করে।
ব্যক্তি যখন যুগ-বন্ধন কর্তন করে,
বুদ্ধি-কাঁকই দন্ত তাহার ভংগ করে।
করে — ইতিবৃত্ত দীপ্ত পন্থা জাতির তরে,
অতীত স্মৃতি আত্মচেতন জাতকে করে।
জাতি যদিই অতীত স্বীয় বিস্মৃত হয়,
জাতিসত্তা শূন্য মাঝে বিলীন যে হয়।
স্থায়িত্বের ব্যবস্থা তোর, হে সাবধানী,
দিনের সূত্র বাঁধে জীবন-গ্রন্থখানি।
দিনের সূত্র মোদের তলে রম্য বসন
যারে — অতীত কীর্তি-রক্ষণ-সুচ করে সীবন।

জান কি হায়, আত্ম-ভোলা, তারীখ কি বা ?
গল্প কি বা, অলীক কখন, কিচ্ছা কি বা!
তারীখ তোমা' আপন সাথে যুক্ত করে,
কীর্তি জানায়, তোমায় নিপুণ পান্থ করে।
আত্মার তরে উৎস উহা উদ্যমের,
স্নায়ু-তন্ত্রী যেমন দেহে মিল্লাতের।
খঞ্জর সম শান-পাথরে তীক্ষ্ণ করে'
কঠোর বিশ্বে তোমায় পুনঃ নিক্ষেপ করে।
কি মধুর আর মনোহর সেই বাজনা সুর,
যাহার বক্ষে বন্দী অতীত সংগীত সুর।
দর্শন কর স্তিমিত শিখা দহনে তার,
অতীত কল্য দেখ আজকের বক্ষে তার।
প্রদীপ উহার জাতির ভাগ্যে তারকা ভাতি
দীপ্ত উহাতে গত রাত্রি ও অদ্য রাতি।
নিপুণ নয়ন দর্শন করে কীর্তি অতীত
সম্মুখে তব সৃষ্টি করে পুনঃ অতীত।
শত বর্ষের পুরান মদ্য কুম্ভে তার
আনে চিরন্তনী মত্ততা তার দ্রাক্ষা-সার।
ধূর্ত শিকারী ফাঁদ পেতে ধরে শিকার তার
যে পাখী মোদের কুঞ্জ ছাড়িয়া হয়েছে পার।
কীর্তি-গাঁথা রক্ষা করি' চিরন্তন হও,
পলাতক তোর নিঃশ্বাসে ফের জীয়ন্ত হও।
গত কল্যকে অদ্যের সাথে যুক্ত কর,
জীবনে তোমার নিপুণ-অংগ বিহগ কর।
অতীত দিনের যোগসূত্রকে ধর হাতে
নচেৎ হইবে দিন-কানা, আর পূজবে রাতে।
বর্তমান সে উত্থিত হয় অতীত হ'তে
ভবিষ্যতে ফের উঠবে গড়ে অধুনা হ'তে।
কেটনা নিত্য জীবন যদি চাও মহৎ
অতীত হ'তে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ
চেতন-উর্মি চিরন্তনী জীবন-ধারা
কলকল তান মদ্যপায়ীর জীবন-ধারা।

মাতৃত্বের উপরেই মানবজাতির সংরক্ষণ নির্ভরশীল ঃ মাতৃত্বের সংরক্ষণ ও সম্মান ইসলামের নির্দেশ

পুরুষ-যন্ত্র নারীর পরশে মধুর বাজে,
নরের গর্ব নারীর পূজায় দ্বিগুণ সাজে।
বসন-ভূষণ রমণী, নগ্ন নরের তরে,[১]
প্রিয়ার সুষমা সজ্জা বোনে প্রিয়ের তরে।
শাশ্বত প্রেম লালিত তাহার অঙ্ক পর,
সুমধুর সুর বাজায় নারীর নীরব কর।
বিশ্ব যাহার সত্তা নিয়ে গর্ব করে,
নামায, সুরভি, নারীর সংগে স্মরণ করে।[২]
সেই মুসলিম রমণীকে দাসী গণ্য করে,
কুরআনের জ্ঞান-বঞ্চিত দুর্ভাগ্য ভরে।
মাতৃত্ব সে আশীষ, যদি সত্য দেখ,
সংযোগ তার পয়গাম্বরীর সংগে দেখ।
মমতা মাতার, নবীর স্নেহ পুণ্যময়,
জাতির স্বভাব গঠন-কর্ত্রী সে অক্ষয়।
মাতৃত্ব সে পোখতা করে গঠন মোদের,
তার ললাট-রেখায় লিখিত থাকে ভাগ্য মোদের।
যদি অভিধান তব সত্য অর্থ ব্যাখ্যা করে,
'উম্মত' কথা নিগূঢ় মর্ম ধারণ করে।

---

১. কুরআনের আয়াত ২ ঃ ১৮৩

২. বিখ্যাত হাদীসে উক্ত হইয়াছে যে, পয়গম্বর সাহিব এই পৃথিবীতে সালাত, সুবাস ও সাধ্বী নারী– এই তিন বস্তু ভালবাসিতেন।

'হও' 'তবে হলো' বাণীর লক্ষ্য যেজন বলে'[1]
উচ্চকণ্ঠে, "স্বর্গ মাতৃ-চরণ তলে।"[2]
মাতৃ-গর্ভ সম্মানেতে সত্তা জাতির,
নচেৎ জীবন-ব্যাপার শুধু মিথ্যা ফিকির।
মাতৃত্ব সে তপ্ত রাখে জীবন-গতি,
মুক্ত করে জীবন-পথের গুপ্ত নীতি।
মাতৃ হতে মোদের স্রোতে বক্র গতি,
রচে আবর্ত ও উর্মি, বিম্ব তীব্র গতি।
ঐ যে মূর্খ চাষীর কন্যা গ্রাম্য নারী,
নিম্ন-বক্ষা, স্থূলাংগিনী, কুরূপ-ধারী,
অমার্জিত, অশিক্ষিত স্বভাব যাহার
ইতর-দৃষ্টি, বাক্য-হীনা সরল-ব্যাভার
মাতৃত্বেরই বেদন-ঘায়ে রক্ত ক্ষরে
হৃদয় হতে, চোখের কোলে চক্র পড়ে।
মিল্লাত যদি নেয় শিশু তার অংক হ'তে
মুসলিম এক গর্বিত, ধীর সত্য পথে,-
বেদন তাহার অক্ষয় করে সত্তা মোদের,
সন্ধ্যা তাহার, বিশ্ব-দীপক প্রভাত মোদের।
শূন্য-ক্রোড়, তন্বী-দেহ অপর নারী,
ঘর-দুলালী, দৃষ্টি যাহার বিভ্রমকারী,
প্রতীচি প্রভায় ঝলসিত চিত, চিন্তা যাহার,
বাহ্যত নারী, নারিত্ব-হীন অন্তর যার,
দীপ্ত জাতির পুণ্য বাঁধন ছিন্ন করে,
ভুরু-বিভ্রমে কান্তি কলা ব্যক্ত করে।
ধৃষ্ট নয়ন, বিপদ ঘটায় মুক্তি তাহার,
লজ্জা-শরম-কুণ্ঠাবিহীন মুক্তি তাহার।
মাতৃত্ব-দায় পরিহার করে জ্ঞান তাহার,
দীপ্ত না হয় তারকা একটি সন্ধ্যায় তার।

---

১. খুদার আদেশ অর্থাৎ كُنْ 'হও' - উহার ফলে كَانَ 'হইল' অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি হইল। কুরআন ২ ঃ ১১১

২. বিখ্যাত হাদীস

এমন বিফল কুসুম কুঞ্জে মোদের না ফোটা শ্রেয়,
কুল-কলংক ধৌত করিয়া শুদ্ধি শ্রেয়।
তওহীদ-বাদী অসংখ্য ওই তারকা সম,
যুগের তিমিরে বন্ধ নয়ন অন্ধ সম।
নাস্তি হইতে করেনি বাইরে পদার্পণ,
'কেমন' 'কত'-র তিমির হতে বহির্গমন।
বর্তমানের অন্ধকারে লুপ্ত তারা,
মোদের যত দৃষ্টি অতীত দীপ্তি-ধারা।
শিশির-বিন্দু রচেনি মুক্তা ফুল-পাতায়,
বিকশিত নয় পুষ্প-কোরক মলয়-ঘায়।
পুষ্পিত হয় সম্ভাবনার এ কুঞ্জবন।
মাতৃ-ক্রোড়ে ফুল্ল শিশু হাসে যখন।
সত্যদর্শী, নয় কো জাতির সত্য ধন
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, মুদ্রা, অর্থ, পণ।
সুস্থ-সবল মানব তাহার শ্রেষ্ঠ ধন,
পরিশ্রমী, শক্তিশালী সরস মন।
ভ্রাতৃ বাঁধন-তত্ত্ব-রক্ষী মাতৃগণ,
জাতি ও কুরআন শক্তি-উৎস মাতৃগণ।

রমণীকুল্-ভূষণ ফাতিমা যাহ্রা
মুসলিম রমণীদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ

কেবলমাত্র 'ঈসার কারণে মরিয়ম-খ্যাতি
ত্রিবিধ কারণে মহিমান্বিতা ফাতিমা-খ্যাতি[১]
বিশ্ব-আশীষ পয়গাম্বরের নয়ন-মণি,
নবীন-প্রাচীন নবী-ওলীদের ইমাম যিনি।
বিশ্বে যেজন নূতন জীবন করেন দান,
সৃষ্টি করেন যুগের জন্য নব বিধান।
'এসেছে কি ?'-এর মুকুটধারীর সহধর্মিনী,[২]
খুদার কেশরী, বিঘ্ন-নাশক, বাঞ্ছিত যিনি।
সম্রাট তিনি, পর্ণ কুটির প্রাসাদ তাঁর,
একটি অসি, একটি বর্ম সম্পদ তাঁর।
প্রেম-বৃত্তের মধ্য-বিন্দু-জননী তিনি,
প্রেম-পন্থীর যাত্রী-নায়ক-জননী তিনি।
পুণ্য হরম-প্রদীপ শিখা তিনি অনন্য।
শ্রেষ্ঠ জাতির ঐক্য রক্ষী তিনি অনন্য।
যুদ্ধ-হিংসা-বহ্নি প্রবল নির্বাণ তরে।
রাজমুকুট ও আংটিকে সে বর্জন করে।
বিশ্বের সব সাধু-সজ্জন-শ্রেষ্ঠ তিনি,
স্বাধীন বিশ্ববাসীদের বাহু-শক্তি তিনি।
জীবন-গানের সংগীত রাগ হুসেন হ'তে,
সত্য-সাধক মুক্তি শিখে হুসেন হ'তে।
সন্তানদের স্বভাব-নীতি জননী হ'তে,

---

১. ফাতিমা যাহরা (রা) হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কন্যা, হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়নের মাতা।

২. هل اتى সূরায় আল-ইনসান বা 'পূর্ণ মানব'- এর প্রতি ইঙ্গিত। কুরআন ৭৬ ঃ ১

পবিত্রতা ও সত্যের মূল জননী হ'তে।
আত্ম-ত্যাগের ক্ষেত্র-ফসল ফাতিমা সতী,
জননীকুলের পূত আদর্শ ফাতিমা সতী।
অভাব-গ্রস্ত দুঃখীর ব্যথায় এতই কাতর
য়াহূদীর কাছে বিক্রয় করে নিজের চাদর।
যদিও জ্যোতির্ময়ী, বহ্নি-দেহী আজ্ঞাধীন,
সন্তোষ তার পতির সুখে পূর্ণ লীন।
শিষ্টতা তাঁর ধৈর্য-তুষ্টি লালন করে,
হাত পেষে যাঁতা, কণ্ঠে কুরআন পঠন করে।
তাঁর ক্রন্দন-বারি শিরোধান নাহি যাঞ্চা করে,
নামায আঁচলে মুক্তা-বিন্দু বর্ষণ করে।
মৃত্তিকা হ'তে জিব্‌রীল উহা সঞ্চয় করে'
খুদার 'আরশে শিশির-অর্ঘ্য অর্পণ করে।
খুদার কঠিন বিধান চরণ-শৃংখল মোর,
মহান নবীর কঠোর আদেশ, বারন ঘোর,
নচেৎ করি পরিক্রমা সমাধি তাঁর,
সিজ্‌দা দিতুম পুণ্য সমাধি-ধূলায় তাঁর।

পর্দানশীন মুসলিম নারীদের প্রতি ভাষণ

ওগো আবরণ যার রক্ষা করে আবরু মোদের,
দীপ্তি তোমার মূলধন বটে ফানুসে মোদের।
নির্মল তব পুণ্য স্বভাব মোদের বর,
ধর্মের বল, জাতির ভিত্তি শক্তিধর।
যবে সন্তান তব দুগ্ধে ওষ্ঠ সিক্ত করে,
লা-ইলাহা কালিমা প্রথম শিক্ষা করে।
তোমার স্নেহ গঠন করে স্বভাব মোদের
চিন্তা মোদের, বাক্য মোদের, কার্য মোদের।
যে বিজলী মোদের জলদে তব সুপ্ত রয়,
পর্বতে জ্বলি' বন-প্রান্তর দীপ্ত হয়।
খুদার বিধান-আশীষ-রক্ষী, ওহে আমীন,
নিঃশ্বাসে তব দীপ্তি লভে সত্য দীন।
আজকের যুগ বঞ্চনাময় অহংকারী,
যাত্রী উহার ধর্মের ধন লুণ্ঠনকারী।
অন্ধ, চেনে না খুদাকে কভু সংবিৎ তার,
নগণ্য সব, বন্দী জটিল শৃংখলে তার।
ধৃষ্ট নয়ন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেপরোয়া তার,
শিকার-দক্ষ অতিশয় আঁখি-পক্ষ তার।
শিকার তাহার স্বাধীনগণে সত্তা আপন,
যিন্দাগণে নিহত জনও সত্তা আপন।
জাতির ঐক্য-ক্ষেত্রে পানির আইল তুমি,
মিল্লাতেরই মূলধনরাশি-রক্ষী তুমি।
লাভ ও ক্ষতি খতিয়ে সওদা করো না তুমি,
পূর্বপুরুষ-পন্থা ছেড়ে' চলো না তুমি।
কালের কুটিল চক্র হতে সাবধান হও,

সন্তানে স্বীয় বক্ষপুটের আশ্রয়ে লও।
এ সব কুঞ্জ-ছানার আজো খোলেনি পাখা,
অসহায় দূরে রয়েছে ছেড়ে' নীড়ের শাখা।
আকাশ-চুম্বী বাসনা রাখে স্বভাব তব।
রেখ শ্রেষ্ঠ নারী যাহরা পরে দৃষ্টি তব।
হুসায়ন সম ফল ধরে যেন শাখায় তব,
হবে প্রাচীন পুষ্প-ফলেতে ধন্য কুঞ্জ তব।

বর্তমান কাব্যের মর্ম সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যায় নিহিত 'বল, সেই আল্লাহ অদ্বিতীয়'

এক রজনীতে সিদ্দীকে দেখি স্বপ্ন আমি,
তাঁর পদধূলি হতে আহরণ করি গোলাপ আমি।
যিনি ভুবনে শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী সুহৃদ তরে,[১]
প্রথম কলীম মোদের সীনা পর্বত পরে।
হিম্মত তাঁর মিল্লাতে লালে' জলদ প্রায়,
ঈমানে, গুহায়, বদরে, কবরে দ্বিতীয় হায়।[২]
তাঁহায় বলি, "প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ, প্রেম যে তব
প্রথম ছত্র শাশ্বত প্রেম-কাব্যে নব।
তোমার হস্তে কর্ম-ভিত্তি পোখতা মোদের,
কর ব্যবস্থা অমোঘ ওষুধ রোগের মোদের।"
বলেন, "ক'দিন বন্দী র'বে কামনা-পাশে ?
কিরণ-দীপ্তি সন্ধান কর 'সূরে ইখলাসে।'
শতেক বক্ষে এক নিঃশ্বাস-বায়ু বহে,
তওহীদেরই গুপ্ত মর্ম অন্য নহে।
রঞ্জিত হও রঙ্গে তাহার তুল্য হবে,
বিশ্বে তাহার সুষমা-প্রতিবিম্ব হবে।
মুসলিম নাম তোমায় যেজন করেছে দান,
দ্বিত্ব হইতে ঐক্যের প্রতি দিয়েছে টান।
নিজেকে তুর্ক আফগান তুমি বলছ, হায়!

---

১. পয়গাম্বর সাহিব বলিয়াছেন ঃ "বন্ধু-বাৎসল্যে ও অর্থ ব্যয়ে আবু বকর আমার জন্য শ্রেষ্ঠতম ত্যাগী।"

২. হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ঃ হিজরতের সময় গুহার মধ্যে এবং বদরের যুদ্ধে নবী করীম (স.) -এর সঙ্গী ছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের পর প্রধান সাহাবীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইন্তিকাল করেন।

যেমন ছিলে তেমনি আজো রয়েছ ঠায়।

ফেলি' নামের বালাই নামধারীদের রেহাই দাও,
পিয়ালা ছেড়ে' কুম্ভ-সাথে সুর মিলাও।
নিজের নামে কলঙ্ক-ছাপ লাগালে, হায়!
বৃক্ষ হতে অকাল-ঝরা পত্র-প্রায়।
দ্বিত্ব ত্যাজি' ঐক্যের সাথে সুর বাজাও
ঐক্যকে স্বীয় চূর্ণ করিয়া নাহি ভাসাও।
ঐক্য-পূজক হও যদি গো আত্মচেতন,
কত বা কাল করবে তুমি দ্বিত্ব পঠন ?
রুদ্ধ করছ দুয়ার তব নিজের পরে,
স্বীকার করছ ওষ্ঠে যাহা, নাও অন্তরে।
মিল্লাত ভাঙি' শতেক গোষ্ঠী গড়লে তুমি,
কিল্লা নিজের নৈশ হানায় ভাঙলে তুমি।
একক হয়ে তওহীদ তব বাস্তব কর;
আড়াল যাহা, কর্ম দ্বারা গোচর কর।
ঈমানের স্বাদ বর্ধিত হয় কার্য দ্বারা;
মুরদা ঈমান হয় যদি তা কার্য-হারা।"

'আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ'

যদি স্বয়ং-পূর্ণ আল্লাহর সাথে যুক্ত হও,
কার্য-কারণ বাহ্য-সীমা মুক্ত হও।
সত্যের দাস কার্য-কারণ অধীন নহে,
জীবনখানি জল-চক্রের ঘূর্ণন নহে।
মুসলিম তুমি, সতত আত্ম-নির্ভর হও,
'পাদমস্তক বিশ্ববাসীর কল্যাণ হও।
ধনীর কাছে দুর্ভাগ্যের না কর ক্ষোভ,
আস্তিন হতে বাড়াইও না হস্ত সলোভ।
'আলীর মতো যব রুটিতে তুষ্ট হও,
মার্‌হাব-ঘাতী খায়বর-জয়ী কেশরী হও।[১]
দানপতিদের কৃপা-প্রার্থী হইবে কেন ?
তাদের সম্মতি ও অসম্মতির আঘাত কেন ?
ইতর হস্তে 'রিযিক' তব না কর গ্রহণ
য়ূসুফ তুমি, নিজকে সস্তা না কর কখন।[২]
পিঁপড়া যদি হস পাখী ও পালক-হীন
সুলায়মানে বলিস না তোর অভাব দীন।
দুর্গম পথ, পাথেয় স্বল্প বহন কর;
বিশ্বে স্বাধীন জীবন মরণ বরণ কর।
'স্বল্প লহ দুন্‌য়া হতে" তসবীহ্ জপ,
"মুক্ত জীবন" বরণ করি' ধন্য তপঃ।[৩]
হও সাধ্যমত পরশমণি, কর্দম না হও

---

১. খায়বর যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা.) য়াহূদী প্রতিপক্ষ মার্‌হাব্‌কে নিহত করে যুদ্ধ জয় করেন।
২. হযরত য়ূসুফ (আ.)-কে সস্তা দামে বিক্রি করা হয়েছিল। কুরআন ১২ ঃ ২০ ।
৩. হযরত আলী (রা.) বলেছেন ঃ "দুনিয়ার বস্তু-সামগ্রী কম করে নাও, মুক্ত জীবন-যাপন করতে পারবে।"

বিশ্বে দাতা হও গো তুমি, ভিক্ষুক না হও।
বু'আলীর মান জানই যদি, কর শ্রবণ।[১]
তার পিয়ালার একটি চুমুক কর সেবন।
কায়কাউসের সিংহাসনে পদাঘাত কর
জীবন ত্যাজ', ধর্মেরে ত্যাগ কভু না কর।
আপন থেকে মুক্ত দুয়ার পানশালার
শূন্য-পাত্র, অভাববিহীন স্বভাব যার।
হারূন রশীদ মুসলিম নেতা স্বর্ণ যুগে,
নক্‌ফুর যার তীক্ষ্ণ অসির আঘাত ভুগে।[২]

ইমাম মালিকে ক'ন, "ধর্মগুরু ওগো জাতির,
তোমার দ্বারের ধূলায় ললাট উজল জাতির।
হাদীস কুঞ্জে কণ্ঠের সুর মধুর তব,
হাদীস-মর্ম চরণ-তলে শিখব তব।
কতকাল য়ামন দেশে লুপ্ত রাখবে পদ্মমণি ?
রাজধানীতে শিবির ফেল, মান্য ধনি![৩]
হায় মধুর কত ইরাক-দেশের দিবস-জ্যোতি!
কতই মধুর চোখ-ধাঁধানো রূপের দ্যুতি।
খিযির-সুধা ক্ষরছে তাহার দ্রাক্ষা হ'তে
হয় মসীহ্-ক্ষতের মলম তাহার মৃত্তি হতে।"
মালিক বলেন, "মুই অনুচর মুস্তফার,
অন্তরে নাই কিছুই ছাড়া প্রেম তাহার।
তাঁহার শিকার-বস্তা মাঝে বন্দী আমি,
পবিত্র তাঁর তীর্থ ছেড়ে যাই না আমি।
য়াছরিবেরই মৃত্তি' চুমি জীবন মম,[৪]
ইরাক-দিবস হইতে শ্রেষ্ঠ রাত্রি মম।
প্রেম সে বলে, 'আমার আদেশ পালন কর,

---

১. বু'আলী কলন্দর একজন পারস্য মরমী কবি। বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে বেশ জনপ্রিয়। মৃ. ১৩২৪ খৃ.।

২. বাইযেন্‌টিয়ামের রাজা নক্‌ফুল (Nicephorus-i) হারূন রশীদ দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন।

৩. য়ামন দেশে পদ্মরাগমণি প্রসিদ্ধ ছিল।

৪. মদীনার প্রাচীন নাম য়াছ্‌রিব। ইমাম মালিক সেখানে বাস করতেন।

বাদশাদেরও খিদমত তুমি বর্জন কর।"
তোমার ইচ্ছা, হইবে আমার মনিব তবু,
খুদার স্বাধীন বান্দার তুমি হইবে প্রভু।
তোমার দ্বারে যাইব দিতে শিক্ষা তোমায়,
হব জাতির সেবা ত্যাজি' ব্যস্ত তোমার সেবায়।
ধর্মজ্ঞানের ভাগ্য যদি বাঞ্ছা কর,
মম পঠন-বৃত্তে আসন-তবে গ্রহণ কর।
অভাববিহীন, মান-অভিমান অনেক করে,
মানের লীলা বৈচিত্র্যময় রূপ যে ধরে।
সন্ন্যাস সে তো খুদার বর্ণ গ্রহণ করা,
অন্য বর্ণ হইতে বস্ত্র বিমল করা।
তুমি অপরের জ্ঞান শিক্ষা করি' সঞ্চয় কর,
লালিম তাহার বর্ণে বদন রক্তিম কর।
পরের সজ্জায় নিজকে ধন্য গণ্য কর;
অজ্ঞ আমি, তুমিই কে বা অন্যতর।
বিদেশী বায় মৃত্তি তব ফসল-বিহীন
গোলাপ কি বা সৌরভময় পুষ্পবিহীন।
ক্ষেত্র তব নিজের হস্তে ধ্বংস না কর,
তার জলদের ঠাঁয় বৃষ্টি-ভিক্ষা কভু না কর।
পর-শৃংখল বন্দী করছে বুদ্ধি তব,
পরের বীণার সুর-ঝংকার কণ্ঠে তব।
যবান তব বুলি আওড়ায় ধার করা,
অন্তর তব বাঞ্ছা-পূর্ণ ধার করা।
কোকিল তোমার সংগীত-সুর ভিক্ষা করে,
সিপ্রাস-তরু পল্লব-বাস ভিক্ষা করে।
পাত্রে ঢাল মদ্য তুমি অপর থেকে,
পাত্রটিও উধার করা অপর থেকে।
'ধাঁধেনি চোখ'-মর্ম-টিকা দৃষ্টি যাহার,[1]
নিজের জাতের সামনে যদি ফিরেন আবার,
প্রদীপ তাহার পতংগেরে চিনবে স্বীয়,

---

১. কুরআনের আয়াত ৫৩ : ১৭

জানবে ভালো, আত্মীয় ও অনাত্মীয়।
মোদের নেতা বলবে তোমায়, "নও তো মোদের";
তখন হুতাশ ছাড়া রইবে না আর উপায় মোদের।
কতদিন আর তারকা-প্রায় জীবন তব ?
ক'দিন হবে সত্তা লুপ্ত ঊষায় তব?
প্রবঞ্চিত করছে তোমা মিথ্যা ঊষা,
গুটালে তাই গগন হ'তে বসন-ভূষা।
সূর্য তুমি, নিজের' পরে দৃষ্টি কর,
অপর গ্রহের দীপ্তি নাহি খরিদ কর।
নিজের হিয়ায় চিত্র পরের আঁকছ তুমি,
পরশ-পাথর হারিয়ে মৃত্তি লইছ তুমি।
দীপ্ত হইবে পরের প্রভায় কতকাল আর ?
সচেতন হও নেশায় ত্যাজি' পরের সুরার।
কতকাল আর ঘুরবে সভার প্রদীপ ঘিরে ?
যদি হৃদয় থাকে নিজের শিখায় জ্বলবে ধীরে।
দৃষ্টি সম পর্দায় স্বীয় লুপ্ত থাক,
উড়বে যদিও নিজের স্থানটি সঠিক রাখ।
বুদ্বুদ সম বিশ্বে ওগো সতর্ক জন,
বন্ধ কর রাস্তা ঘরের তব নির্জন।
ব্যক্তি, সত্য ব্যক্তি হবে, নিজকে চিনে';
সত্য জাতি ধার ধারে না নিজকে বিনে।
সত্য মর্ম নবীর বাণীর গ্রহণ কর,
আল্লাহ ছাড়া সকল প্রভু বর্জন কর।

'তিনি কাহারও জন্মদাতা নহেন এবং কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই'

তোমার জাতি ঊর্ধ্বে আছে বর্ণ-খুনের
শতেক লোহিত-মূল্য সমান কৃষ্ণজনের
একটি বিন্দু ওযুর পানি সে কমবরের,
শ্রেষ্ঠতর রক্ত হতে সে কায়সরের।
পিতৃ-মাতৃ-চাচার বাঁধন মুক্ত হও,
সালমান-সম শুধু ইসলাম-পুত্র হও।[১]
বিজ্ঞ সাথী, তত্ত্ব গূঢ় লক্ষ্য কর,
মৌচাকেতে মধুর স্থিতি লক্ষ্য কর।
একটি বিন্দু রক্ত-লালার বক্ষ হতে
অপর বিন্দু নীল নার্গিস বক্ষ হতে—
কেউ বলে না, জন্ম আমার পদ্মফুলে,
কিংবা মম নিবাস আদি নার্গিস মূলে।
মিল্লাত মম মৌচাক সে যে ইবরাহীমী
মোদের মধু, ঈমান সে যে ইবরাহীমী।
বংশে যদি মিল্লাতেরই অংশ কর,
ভ্রাতৃ-বাঁধন-সৌধ তুমি ধ্বংস কর।
মর্ত্যে মোদের মূল বাঁধেনি শিকড় তব,
মুসলিম আজো হয়নি কো হায় মনন তব।
ইবন মস'উদ, প্রেমের দীপ্ত প্রদীপ যেজন
যাঁর শরীর পরান সর্বাবয়ব প্রেমের দহন,
ভ্রাতার মৃত্যু হৃদয় তাঁহার দহন করে,
নয়ন তাঁহার অশ্রুবারি বর্ষণ করে,

---

১. সাল্‌মান ফারসী (রা.) একজন মশ্‌হূর সাহাবী। লোকে তাঁর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন ঃ "ইসলাম-পুত্র সাল্‌মান।"

ক্রন্দনে তাঁর অশেষ ঝরে যে অশ্রু জল
যেন সন্তানহারা মাতৃ কাঁদে সে অবিরল।
"আফসুস হায়, শিষ্টতারি পাঠশালায়
সমপাঠী যেজন ছিল মোর প্রার্থনায়,
দীর্ঘ বৃক্ষ সাইপ্রেস তরু সরল যেমন।
নবীর প্রেমে সহযাত্রী আমার যেজন,
হায় রে সেজন নবী-দরবার বঞ্চিত আজি,
যদিও নবী দর্শনে রওশন মম নয়ন আজি।"
রুম ও আরব-বন্ধনে মোর বন্ধন নহে,
মোদের বাঁধন প্রাচীন বংশ-বন্ধন নহে।
মোদের হিজায-বাসী নবীর পদে হৃদয় বাঁধা,
মোদের বাঁধন সূত্র কেবল মৈত্রী তাঁর,
মোদের চোখের নেশা তাঁহার
তাঁহার দ্বারাই পরস্পরের হৃদয় বাঁধা দ্রাক্ষা সার।
মত্ততা তার রক্তে যখন নৃত্য করে–
পুরাতনকে জ্বালি' নূতন-সৃষ্টি করে।
মোদের ঐক্য-পুঞ্জি সে যে প্রেম তাঁহার,
জাতির শরীর মধ্যে যেমন খুন শিরার।
প্রেম সে প্রাণে, বংশ শুধু দেহের পর,
প্রেমের বাঁধন বংশের চেয়ে দৃঢ়তর।
প্রেমিক রীতি বংশ-অতীত চিরন্তন,
ইরান-আরব সীমার অতীত চিরন্তন।
উম্মত তাঁর তাঁহার মতো সত্য-ভাতি
সত্তা মোদের তাঁহার পুণ্য সত্তা-ভাতি।
"খোঁজে না কেউ, খুদার জ্যোতি জন্মে কখন,
খুদার খিলাত টানাপড়েন চায় না কখন।"[১]
বংশ ও দেশ-শৃংখলে যার চরণ বন্ধ
"জন্মদাতা নয় বা জাত" তত্ত্বে অন্ধ।[২]

---

১. রুমী হইতে উদ্ধৃত।

২. কুরআন ১১২ঃ৩

'তাঁহার কেহ সমকক্ষ নাই'

ভুবন পানে বদ্ধ-নয়ন মুমিন কেমন ?
খুদার সাথে যুক্ত-হৃদয় স্বভাব কেমন ?
পাহাড়-চূড়ে ফুল্ল লালা মধুর হাসে,
চয়ন-কারীর অঞ্চল-পাড় দেখল না সে।
অগ্নি-শিখা রক্ত-লালিম বক্ষে তাহার,
জ্বলছে প্রথম নিঃশ্বাসে ওই অরুণ ঊষার।
গগন তারে বক্ষচ্যুত করে না, হায়!
গণ্য করে দোদুল্যমান তারকা-প্রায়।
অরুণ-কিরণ ললাট তাহার চুম্বন করে,
সুপ্তি-গ্লানি চোখের, শিশির ধৌত করে।
বন্ধন তব "নাই কেউ" সাথে দৃঢ় হলে[1]
হবে জাতিপুঞ্জের মাঝে গণ্য একক বলে।
অনন্য ও অংশীবিহীন সত্তা যাঁহার,
অংশীদারে সইবে না কো বান্দা তাঁহার।
উচ্চতরের উচ্চতমে বিশ্বাসী জন
অভিমান তার সয় না কোন তুল্য যে জন।
'বিমর্ষ না হও গো' বসন বক্ষে ধরি' }[2]
'উন্নত তুই' মুকুট শাহী মাথায় পরি'—
স্কন্ধ তাহার বিশ্ব-বোঝা বহন করে,
কক্ষে তাহার জলস্থল পালন করে।
বজ্ররবে কর্ণ রাখে সর্বক্ষণ,
যদি বিজলী পড়ে তারেই করে কাঁধে বহন।
মিথ্যা-হন্তা, সত্য-রক্ষী, শক্তি-ধর,
তার আদেশ-নিষেধ ভালো-মন্দের কষ্টিপাথর।
গিরার মাঝে শতেক শিখা অঙ্গারে তার,
জীবন লভে পূর্ণতা আজ জওহরে তার।

---

১. কুরআন ১১২ : ৪

২. কুরআনের আয়াত ৩ : ১৩৩

এই পৃথিবীর শব্দপূর্ণ শূন্য নভে
তক্‌বীর ছাড়া সংগীত নাহি সৃষ্টি লভে।
তাঁর বিচার, ক্ষমা, বদান্যতা, দয়া অসীম,
শাস্তিদানেও স্বভাব তাহার নম্র করীম।
সংগীত তার হৃদয় হরে প্রমোদ সভায়,
বহ্নি তাহার রণাংগনে লৌহ গলায়।
পুষ্পবনে কোকিল সনে সে সমস্বর,
শিকারদক্ষ বাজপাখী সে নভোপ্রান্তর।
গগনতলে বিশ্রামহীন অন্তর তার
লয় শূন্য নভে বিশ্রাম জল মৃত্তিকা তার।
পক্ষী তাহার গ্রহের পরে চঞ্চু মোরে,
ওই প্রাচীন-চক্র-পানে যখন পক্ষ ঝাড়ে।
উড়তে তুমি খুললে না হায় পক্ষ তব
কীট যে তুমি, মৃত্তি-তলেই তুষ্টি তব।
কুরআন ত্যাজি' লাঞ্ছিত আজ হইছ তুমি,
পুনঃ ভাগ্যের হীন নিন্দুক হইছ তুমি।
যদিও ক্ষিপ্ত তুমি শিশির সম মৃত্তি পরে,
জীবন্ত এক কিতাব আছে বক্ষোপরে।
তুষ্ট কত রইবে তুমি মাটির ঘরে,
স্বীয় সামান তুলি' নিক্ষেপ কর গগন' পরে।

'বিশ্ব-আশিষ' নবী করীম (স.)-এর চরণে কবির নিবেদন

ওগো আবির্ভাব যাঁর যৌবন-ভাতি এ জিন্দেগীর,
দীপ্তি তোমার স্বপন-টিকা এ জিন্দেগীর।
পৃষ্ঠে ধরি' দরবার তব ভুবন ধন্য,
তোমার ছত্র চুম্বন করি' গগন ধন্য।
তব বদন-ভাতি সমস্ত দিক দীপ্ত করে,
তুর্ক, তাজিক, আরব পরিচর্যা করে।
তোমায় নিয়ে গর্ব করে বিশ্ব-ভুবন।
জীবন-প্রদীপ দীপ্ত কর বিশ্বে তুমি,
বান্দাগণে প্রভুত্ব-পদ শিখাও তুমি।
তোমায় ছাড়া দেউলিয়া হয় লজ্জিত মন,
মৃত্তি জলের পান্থশালার সে মূর্তিগণ।
যেই নিঃশ্বাসে তোর মৃত্তি-বুকে অগ্নি জ্বলে,
কর্দমস্তূপ আদম রূপে দীপ্ত ঝলে।
ক্ষুদ্র কণা চন্দ্র-সূর্য দ্বন্দ্বী সে হয়,
অর্থাৎ স্বীয় শক্তি বিষয় সচেতন হয়।
পড়ল যখন তোমার' পরে দৃষ্টি প্রথম,
পিতা-মাতার অধিক তুমি হইলে পীতম।
'ইশক তোমার জ্বাললো শিক্ষা অন্তরে মোর,
অবসর দাও, ভস্ম করুক পরান মোর।
বংশী সম কান্নার সুর পুঞ্জি মম,
ভগ্ন ঘরের অংগনে ক্ষীণ প্রদীপ মম।
গুপ্ত বেদন গোপন রাখা কঠিন অতি,
কাঁচের পাত্রে মদ্য লুকান কঠিন অতি।
মুসলিম আজি নবীর তত্ত্বে অজ্ঞ রয়,
তাই পুণ্য 'হরম' মূর্তি-দেউল আবার হয়।

লাত. মানাত, 'উয্‌যা, হোবল আসন লয়,[১]
এক এক পুতুল প্রবেশ করে হর হৃদয়।
পীর আমাদের পুরোহিতের বেশী কাফির,
অন্তর তার সোমনাথ–প্রায় দেব-মন্দির।
সত্তা-বসন আরব হ'তে নিয়েছে দূর,
পারস্যেরই পানশালাতে নিদ্রাতুর।

তার বরফ-জলে অবশ হলো অংগ তারি,
মদ্য হতে শীতলতর নয়ন-বারি।
মৃত্যু-ভীত কাফির সম সাহস-বিহীন,
বক্ষখানি শূন্য, সজীব হৃদয়-বিহীন।
তবীব হতে লাশখানি তার বহন করি'
মুস্তফারই চরণ তলে স্থাপন করি।
মৃত সেজন; সঞ্জীবনীর বাক্য বলি,
কুরআনেরই গুপ্তকথা তাহায় বলি।
গল্প বলি নজদবাসী বন্ধুগণের,
সুবাস আনি নজদ-দেশী পুষ্পবনের।
সংগীত-সুরে দীপ্ত করি মহফিল খানি,
জাতির তরে জীবন-তত্ত্ব শিক্ষা দানি।
বলেন, "এ যে ফিরিংগীদের মন্ত্র-বলে,
বাদ্য তাহার ফিরিংগীদের যন্ত্র-ফলে।

যিনি বূসীরীকে চাদর স্বীয় করেন দান,[২]
সলমা-বীণা আমায় যিনি করেন দান।[৩]
সত্য-রুচি দান কর এই ভ্রান্ত জনে,
সম্পদ স্বীয় চেনে নাই যে আপন মনে।
হৃদয়-দর্পণ আমার যদি আলোকহীন,
কিংবা বাক্য আমার কুরান-মর্ম-হীন,

ওগো, গৌরব যার যুগ ও কালের দীপ্তি সতত

---

১. প্রাক-ইসলামী যুগে কা'বা-গৃহে রক্ষিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর দেব-মূর্তিদের নাম।

২. 'কাসীদাতুল্ বুরদাহ' শীর্ষক স্তুতি কবিতার কবি বুসীরীকে পয়গম্বর সাহিব স্বীয় চাদর প্রদান করে পুরস্কৃত করেছিলেন।

৩. সল্‌মা– বিখ্যাত গায়িকা।

নয়ন তব 'বক্ষে যা হা' দেখছে সতত।[১]
দীর্ণ কর পর্দা মম চিন্তা-ধারার,
নির্মল কর উদ্যান মম তীক্ষ্ণ কাঁটার।
বক্ষে আমার নিঃশ্বাস কর সংকুচিত,
কর পাপ হ'তে মোর মিল্লাতের সুরক্ষিত।
অফল বীজে শস্য-শ্যামল করো না মোর,
উর্বর ধারা দিও না কভু ভাগ্যেতে মোর।
শুষ্ক কর সরস সুরা আঙুরে মোর,
নিক্ষেপ কর বিষের কণা সুরাতে মোর।
হাশর দিনে লাঞ্ছিত হেয় করো মোরে,
পদ-চুম্বন হ'তে বঞ্চিত করো মোরে।
যদি মাল্য গাঁথি কুরান-তত্ত্ব মুক্তারাশির,
মুসলমানে সত্যবাণী করি যাহির,
ওগো, নগণ্যরা মান্যবর ইহ্সানে যার,
তব একটি দু'আ যথেষ্ট মোর পুরস্কার।
মহিমান্বিত খুদার কাছে আরজ কর,
ইশ্ক মম হউক সফল কার্যকর।
বেদন-শীল হৃদয়-বিভব করেছ দান,
ধর্ম-জ্ঞানের ভাগ্য মোরে করেছ দান।
কর্ম-ক্ষেত্রে আমায় দৃঢ় স্থাপন কর,
মম বৃষ্টি-বিন্দু মুক্তাফলে বদল কর।
পরাগ-বিভব যখন লভি ধরার পরে,
তখন হ'তে অপর একটি ইচ্ছা পুষি মোর অন্তরে,
যেমন হৃদয় বক্ষে মম হৃষ্ট থাকে
অন্তরঙ্গ জীবন-প্রভাত হইতে থাকে।
যবে পিতৃ-মুখে শিখি প্রিয় নামটি তোমার
জ্বললো হিয়ায় অগ্নি-শিখা এই বাসনার।
তখন হ'তে চক্র প্রাচীন শংকা দেখায়,
ক্ষতির বাজী খেলায় মোরে জীবন-জুয়ায়।

---

১. مَا فِي الصُّدُورِ খুদা তা'আলা অন্তরের গোপনতম বিষয়ও জানেন। কুর্আনের বহু আয়াতে ইহার উল্লেখ আছে।

বাসনা মোর তরুণতর হয় যে ততই,
প্রাচীন মদ্য মূল্যবান যে হয় সে স্বতঃই।
সেই বাসনা মোর ধূলায় মাখা মাণিক সম,
তিমির রাত্রে ধ্রুবতারার দীপ্তি সম।
যুগ কেটেছে রক্তিম-গাল তন্বী সাথে,
প্রেম করেছি কুঞ্চিতকেশ প্রীতম সাথে।
চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সুরা করেছি পান,
স্বস্তি-প্রদীপ ফুৎকারেতে করি' নির্বাণ।
বিদ্যুৎমালা সম্পদ পাশে নৃত্য করে,
পরান-প্রিয় বিত্ত মম তস্কর হরে।
তবু সুরার পাত্রে হয়নি পূর্ণ অন্তর হতে,
মম স্বর্ণকণা হয়নি ক্ষিপ্ত অঞ্চল হতে।
ভ্রান্ত-পন্থা বুদ্ধি মম পৈতা ধরে,
নকশা উদার হৃদয়-দেশে খোদাই করে।
বহু বৎসর বন্দী ছিনু অভিন্ন ফের,
শুষ্ক দেমাগ সঙ্গী-ছিল অভিন্ন ফের,
পাঠ করিনি প্রমাজ্ঞানের একটি-আখর,
সার করেছি দর্শনেরই কল্প-আকর,
অজ্ঞতা মোর সত্য জ্যোতি পায়নি কখন,
সন্ধ্যা মম ঊষার কিরণ পায়নি কখন।
অন্তরে মোর এই বাসনা সুপ্ত ছিল,
শুক্তি বুকে মুক্তা সম গুপ্ত ছিল।
নয়ন-পাত্র হইতে শেষে উথলে পড়ে,
অন্তরে মোর মোহন সুরের কুহক গড়ে।
শূন্য হৃদয় তোমার স্মরণ ব্যতীত মোর,
হুকুম পেলে বলব মুখে আরযু মোর।
সঞ্চয় নাহি হৃদয়ে মোর পুণ্য কাজের,
যোগ্য নহি তাইত পাপী এমন সাধের।
তাই লজ্জা লাগে করতে প্রকাশ আরযু মোর,
তোমার স্নেহ বাড়ায় যদিও সাহস মোর।
তোমার দয়া ধন্য করে বিশ্ব-ভুবন

মম	একান্ত সাধ, হিজাযে যেন হয় গো মরণ।
আল্লাহ ছাড়া	অন্য সকল মুসলিম কাছে অজ্ঞাত রয়
পৈতা দেউল সঙ্গে ক'দিন ব্যস্ত সে রয় ?
হায় অভাগা, মরণ তাহার আসবে যখন,
মন্দির যদি শবটিকে তার দেয় শরণ!
কিন্তু যদি	উত্থিত হয় দ্বার হতে তোর অংশ মম
হবে	সার্থক কাল, ঘৃণ্য যদিও অদ্য মম।
ধন্য নগর বাস করেছ যেথায় তুমি,
সার্থক মাটি যাহার মাঝে সুপ্ত তুমি।
"রাজার আবাস, শহর মম বন্ধু জনের,
দেশ-প্রেম সে, সত্যি উহা প্রেমিক জনের।"
আমার গ্রহে জাগ্রত চোখ দাও গো তুমি,
তব	দেয়াল-ছায়ে বিশ্রাম-স্থান দাও গো তুমি।
তবেই শান্তি লভিবে মোর অধীর মন
পারদ মম স্থৈর্য ধরি লইবে শরণ।
কইবো চক্রে, বিশ্রাম-সুখ আমার দেখ।
দেখছ আদি, অন্তিম মম এবার দেখ।

অনুবাদক পরিচিতি

আবুল ফরাহ মুহাম্মাদ আবদুল হক, সাহিত্যিক মহলে আবদুল হক ফরিদী নামে পরিচিত। জন্ম-প্রাক্তন ফরিদপুর বর্তমান শরীয়তপুর জেলায় ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০/২৫ মে ১৯০৩ খৃঃ। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদারিপুর (নিউ স্কীম) জুনিয়র মাদ্রাসা, ঢাকা সরকারী মাদ্রাসা, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হতে সংশ্লিষ্ট শেষ পরীক্ষাগুলি উচ্চতম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন। সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ১৯২৮ খৃঃ ইসলামিক স্টাডিজ-এ বি.এ অনার্স এবং পর বৎসর এম-এ ডিগ্রী প্রথম বিভাগে প্রথম। ১৯৩৩ সনে ফারসীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন এবং ১৯৫৩ সনে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা-প্রশাসনে প্রাগ্রসর সার্টিফিকেট অর্জন।

শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। করাচী ও পূর্ব বংগ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কর্মকমিশনের সদস্য এবং সর্বশেষে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ডি.পি.আই হিসাবে সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ (১৯৬৬ খৃ.)।

প্রকাশিত গ্রন্থাদির কয়েকটি ঃ

১. মুহাম্মাদ বিন কাসিম, নাসীম হিজাযীর উর্দূ ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাংলা তরজমা, ২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.।

২. কাজী ইমদাদুল হক প্রণীত আবদুল্লাহ উপন্যাসের উর্দূ তরজমা, করাচী ১৯৫৪।

৩. তাজরীদুল বুখারী (হাদীস) এক অধ্যায়ের অনুবাদক ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৬।

৪. বাংলা একাডেমীর ভাষা শহীদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত মাদ্রাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬।

৫. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান প্রকাশনায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংশোধিত ও টীকা সংযোজিত পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ সংসদের সদস্য এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি। নবম মুদ্রণ, ১৯৮৫।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বাংলা বিশ্বকোষ গ্রন্থশালার সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি। অবসর জীবনে প্রায় এক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রায় দু'বছর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন।